CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 January, 2024 ■ আগরতলা ১ জানুয়ারি ২০২৪ ইং ■ ১৫ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বাগত ২০২৪, বিদায় ২০২৩

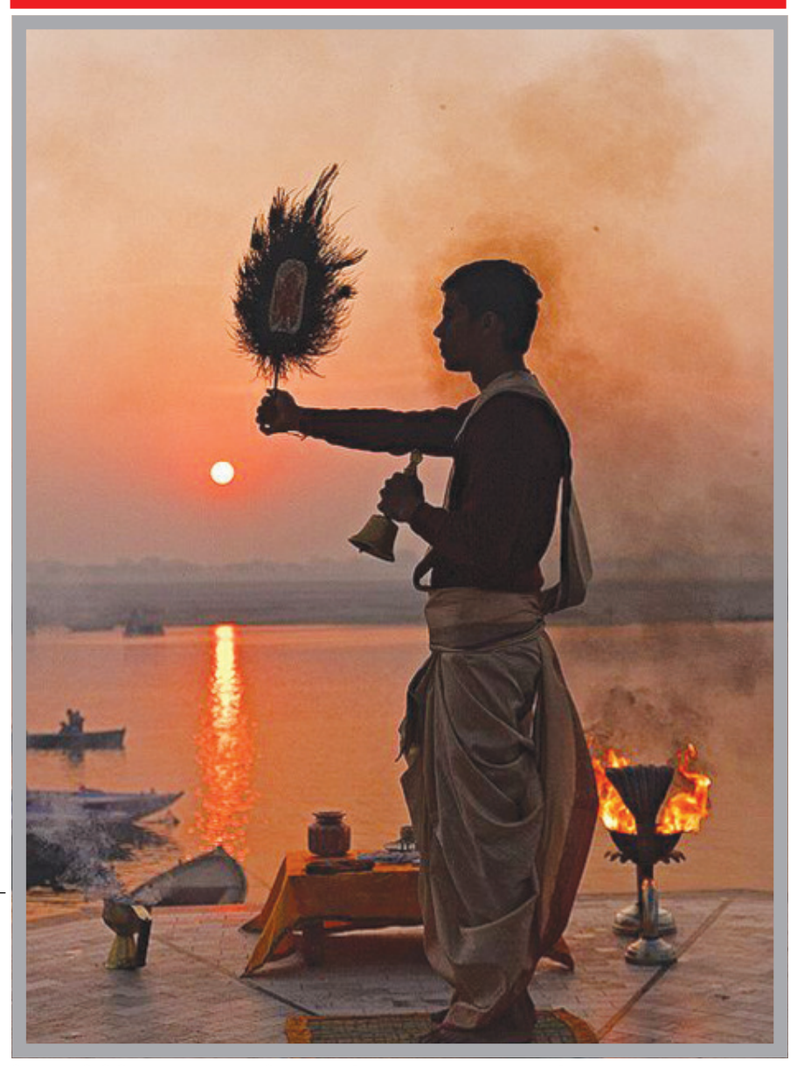

বিশেষ প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। বিদায় ২০২৩। স্বাগত ২০২৪। ক্যালেন্ডারের পাতায় আরো একটি ইংরেজিনতুন বছর। বছরের নতুন সূর্যোদয়ের সাক্ষী হয়েছেন বহু মানুষ। তবে পুরনো বছরের সুখ দুঃখের বহু ঘটনা কে আঁকড়ে ধরেই নতুন বছর সুন্দর ও মধুময় হোক এই প্রত্যাশায়ই কাম্য। পুরনো বছরকে বিদায় জানাতে রবিবার মানুষ ছুটির আমেজে উপভোগ করেছেন কটা দিনটি। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রগুলি মানুষের উচ্ছ্বাসও ভিড়ে গমগম করছিল। পিকনিকের আনন্দে মেতে উঠেছিল ৮ থেকে ৮০। চিড়িয়াখানা, নিরমহল নারকেল কুঞ্জ ছবি মুড়া কোথাও পা ফেলার জায়গা ছিল না। হোটেলে রেস্টুরেন্ট গুলিও রাতভর মানুষের ভিরে গিজগিজ করছিল। আলো সেজে উঠেছিল কোটা শহর। পাড়ায় পাড়ায় পিকনিকের ধুম। নতুন বছরকে বরণ করতে গভীর রাত জেগেছিল মানুষ। আতশবাজিতে রাতের আকাশ ঝলমল করছিল কুয়াশায় মাখা হিমেল আকাশ। বাইক গাড়ির ছোটাছুটি তে চঞ্চল হয়ে গেছে শহরের রাস্তাঘাট। খাবারদাবার আনন্দ উল্লাসে বৎস বিদায় ও বৎসবরণনের রাত নতুন মাত্রা পেয়েছিল। ভোরের আলো ফুটতে নাই ফুরতেই কুয়াশায় গা মেখে মানুষ নতুন সূর্যোদয় দেখতে ঘর থেকে বেরিয়ে পরে। অনেকে আবার নতুন দিনটি শুভ কামনায় মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাঠ করেন। একদিকে নতুন বছর, নতুন মাস ও নতুন সপ্তাহের সূচনার সাক্ষী হয়ে রইল ২০২৪.।রাত বারোটা বাজতেই শুরু হয়ে যায় আতশবাজির দাপাদাপই। টিভির পর্দায় ভেসে উঠছিল স্বাগত ২০২৪। সংগীত জগত থেকে শুরু করে ফিল্মস্টার পদ্দায় নিজেদের তুলে ধরলেন নতুন আঙ্গিকে। মানুষ টিভির পর্দায় দেখছিল ফেলে আসা দিনগুলির বহু ঘটনা। তবে ক্রিকেট বিশ্বকাপ পরাজয়ের গ্লানি এখনো মানুষের মন কে নাড়া দেয়। চায়ের দোকানে কাফি দেরি আয় পরিবারের লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডায় মেতে ছিলেন যুবক-যুবতী ও পরিবারের লোকজন। মোবাইলে ভেসে উঠে এসএমএসের শুভেচ্ছা বার্তা। ভালো থাকুন ভালো কাটুক নতুন বছর এই প্রত্যাশা নিয়েই ২০২৪।

সূর্যমণিনগর বিদ্যালয়ের পাকা ভবনের উদ্বোধন

আগামী প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। বর্তমান প্রজন্ম আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজকের ছাত্রছাত্রীদের হাতেই আগামী দিনে দেশের ও রাজ্যের দায়িত্ব থাকবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আগামী প্রজন্মের উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। আজ সূর্যমনিনগরে সূর্যমনিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীরা গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই দেশ উন্নত হবে। রাজ্য সরকার উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। মাত্র কিছু দিনের মধ্যে সূর্যমনিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এই ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যাজোতি প্রকল্পের আওতায় এই বিদ্যালয় রাজ্যের অন্যান্য আধুনিক বিদ্যালয় থেকে কোন অংশে কম নয়। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষা সম্পসারণে পরিকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি সহ মিশন বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে গুণগত শিক্ষার প্রসারে রাজ্যে এনসিআরটি পাঠ্যক্রম চালু করেছে। তাছাড়াও বছর বাঁচাও প্রকল্প ও বন্দে ত্রিপুরা নামক একটি শিক্ষামূলক চ্যানেল চালু করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে সুপার-৩০, নিপুন ত্রিপুরা প্রকল্প, বিদ্যা সেতু মডিউল, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে মুকুল কর্মসূচি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। মুখ্যমী বলেন, রাজ্যে দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রীদের জন্যও রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের এখন বহিঃরাজ্যে গিয়ে পড়ার মানসিতাও হাস পেয়েছে। রাজ্যেই এখন উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠছে। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পড়াশুনার পাশাপাশি দেশাত্মবোধের ভাবনাও থাকা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন, সরকারের উদ্দেশ্য হল গুণগত শিক্ষার প্রসার। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে এই বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা লিপা দেববর্মা।

নতুন বছরে দক্ষিণের তিনটি রাজ্য সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৪ সালের ২ জানুয়ারি থেকে তামিলনাড়ু, কেরল এবং লাক্ষাদ্বীপে তিন দিনের সফরে যাবেন। তিনি তামিলনাড়ুতে ১৯,৮৫০ কোটি টাকা এবং লাক্ষাদ্বীপে ১১৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে রবিবার এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, ২ জানুয়ারি সকালে প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী পৌঁছবেন। তিরুচিরাপল্লির ভারতীদাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তিনি। ওই দিনই বিকেলে একটি পাবলিক ইভেন্টে প্রধানমন্ত্রী বিমান, রেল, সড়ক, তেল, গ্যাস, শিপিং এবং উচ্চশিক্ষা খাতে ১৯,৮৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। তিরুচিরাপল্লী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই সময়ের মধ্যে তিনি কেরলে দুটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। প্রধানমন্ত্রী লাক্ষাদ্বীপে ১১৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলি টেলিযোগাযোগ, পানীয় জল, সৌর শক্তি, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মাধ্যমে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মত সাবমেরিন অপটিক ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে লাক্ষাদ্বীপ যুক্ত হবে।

ভুয়ো অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে ২০ লাখ টাকার গাঁজা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর /আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। গাঁজা বিরোধী অভিযানে বিরাট সাফল্য পেয়েছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। সংবাদে প্রকাশ গতকাল ভোররাতে কৈলাসহর থানার পুলিশকর্মীরা কৈলাসহর কামরাঙ্গাবাড়ি এলাকায় টহল দিছিলেন। তখন ওই একটি ভুয়া অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি উনাদের নজরে পড়ে এবং উনাদের সন্দেহ জাগলে সেই গাড়িটির পিছু ধাওয়া করা হয়। এতে একটা সময় গাড়ির চালক গাড়িটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে চলে যায়।

তারপর পুলিশ সেই গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৫৩ টি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা। সেই গাঁজার প্যাকেটগুলি পাচার করার উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বর্তমানে পাচারকালে ব্যবহৃত গাড়ি টি কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে। পাশাপাশি গাঁজার প্যাকেটগুলিও কৈলাসহর থানাতে রাখা হয়েছে। কৈলাসহর থানা সূত্রে আরোও জানা যায় যে সেই গাড়িটিকে ভুয়া এম্বুলেন্স গাড়ি বানানো হয়েছে। পাশাপাশি সেই গাড়ির ভেতর থেকে তিনটি ভুয়া নাম্বার প্লেটও উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোনো খবর নেই। পুলিশ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী - সন্তানকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ ডিসেম্বর।। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পরল এক এক অভিযুক্ত। শনিবার ভোররাতে আলগাপুর ৪ নং ওয়ার্ড এলাকায় স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে আগুনে পুরিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্তকে রবিবার কুমারঘাট এর আশ্রম পল্লী এলাকা থেকে গ্রেফতার করলো ধর্মনগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম বিপ্লব চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, বিপ্লব চক্রবর্তী সেদিন রাতে বাইক নিয়ে এসেছিল এবং বসত ঘরে আগুন লাগিয়েছিল তা একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর সেই স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে ধর্মনগর থানার পুলিশ কুমারঘাট এর আশ্রমপল্লী থেকে গ্রেপ্তার করল বিপ্লব চক্রবর্তীকে। উল্লেখ্য কুমারঘাটের আশ্রম পল্লীতে বিপ্লব চক্রবর্তী নিজের বাড়ি। বাইকটির নম্বর টি আর ০৫ এফ ৭৪ ৯৩। এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। ঘটনার সাথে জড়িতের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে সমাজে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে বলে অভিমত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের।

মুহুরী হত্যাকান্ড গ্রেপ্তার আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। মুহুরী অমিত আচার্য হত্যা মামলায় আইনজীবী অনির্বাণ তলাপাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার তাঁকে তার বড়দোয়ালীস্থিত বাড়ির পাশ থেকে আটক করেছে পুলিশ। আজ তাঁকে আদালতে সোপর্দ করে পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে আদালত চত্বরে মুহুরী অমিত আচার্যকে মারধর করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই অনুযায়ী আগরতলা পশ্চিম থানায় একটি খুনের মামলা করা হয়েছিল। মামলার নম্বর ছিল ১৭৪/ ২০২৩। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ আগেই আইনজীবী গোপাল সিং কে এই হত্যাকান্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। এই হত্যাকান্ডে আরও ৫-৬ জন জড়িত রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। তবে তারা প্রত্যেকেই পলাতক বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। আইনজীবী অনির্বাণ তলাপাত্রও পলাতক ছিল। গতকাল রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

খুন না আত্মহত্যা ?

বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য রাজনগরে, এলাকায় শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ ডিসেম্বর।। পি আর বাড়ী থানার অন্তগত দূর্গাপুরের কেশব পালের মেয়ে অনামিকা পালের (২১) সাথে একই থানা এলাকার প্রকাশ নগর গ্রামের ক্ষিতীশ সরকারের ছেলে পেশায় স্কুল শিক্ষক বাবুল সরকারের সামাজিক মতে বিয়ে হয়, গত জুলাই মাসে তাদের বিয়ে হয় বিয়ের পর থেকেই স্বামী বাবুল সরকার সহ শ্বশুড় বাড়ীর লোকজন নানা অজুহাতে অনামিকা পালের উপর মানষিক নির্যাতন শুরু করে পরে মানষিক নির্যাতন থেকে শারিরিক নির্যাতনে পরিণত হয়,বিষয়টি জানতে পেরে মাতৃ হারা অনামিকা পালের অসুস্থ বাবা ও পরিবারের লোক বাবুল সরকার ও তাদের পরিবারের লোকেদের সাথে বসে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে,মিলিয়ে দিলে দুইএকদিন স্বাভাবিক থাকলেও পরবর্তীতে আবার অনামিকার উপর নির্যাতন শুরু করে স্বামী শ্বশুর সহ পরিবারের লোক এমনই অভিযোগ ,জানাগেছে গত তিন - চারদিন যাবৎ ক্রমান্বয়ে গৃহবধু অনামিকা পালের উপর অত্যাচার শুরু করে স্বামী সহ তার শ্বশুড় বাড়ীর লোকজন শনিবার অনামিকার পরিবারের পক্ষ থেকে বাবুল সরকারের বাড়ীতে গিয়ে তাদের বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করে, রবিবার সকাল ১১ টায় নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় কাপড় দিয়ে সিলিং এর সাথে ফাঁসিতে ঝুলে যায় বলে অনামিকা পালের শ্বশুড় বাড়ীর লোকজন জানায়, তাদের বক্তব্য বাড়ীতে তখন কেউ ছিলনা, ঘরের দরজা বন্ধ দেখে অনামিকার শ্বশুর ক্ষিতীশ সরকার দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় অনামিকা ঘরে ঝুলে আছে আর তখনই ঘরের পেছনের দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে গলার শাড়ী কেটে অনামিকাকে রাজনগর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক গৃহবধু অনামিকা পালকে মৃত বলে ঘোষণা করে,অনামিকা পালের অস্বাভাবিক ফাঁসিতে মৃত্যুর ঘটনা কোন ভাবেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ত্রিপুরাবাসীকে ইংরেজী নতুন বছরে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শুভেচ্ছাবার্তায় রাজ্যপাল বলেন, 'নতুন বছর ২০২৪-এ আমি ত্রিপুরাবাসীকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রতিটি নতুন বছর আমাদের কাছে নতুন করে শুরু করার সুযোগ এনে দেয়। এজন্যই আমরা নতুন বছরের প্রাকলগ ও নতুন বছরের প্রথম দিনের অপেক্ষায় থাকি।

এই বছর ত্রিপুরাবাসীর জন্য শান্তি, সম্পীতি, খুশি, ভালবাসা, সৌভ্রাতত্ব, সুস্বাস্থ্য ও বন্ধত্বের বার্তা বয়ে আনুক।'

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ৮৬ ◘ ১ জানুয়ারি ২০২৪ ইং◘ ১৫ পৌষ ◘ সোমবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অর্থনৈতিক আশার আলো

আশার আলো জাগাইতেছে দেশের অর্থনীতি। ভয়ংকর করোণার কবলে পড়িয়া গোটা বিশ্বের অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত তখনও ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা। এর কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। করোনা পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখিতে নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়। এর সুফল মিলেতে শুরু করিয়াছে। ইংরেজি নতুন বর্ষের সূচনা লগ্নে এটি নিঃসন্দেহে দেশবাসীর কাছে অতীব আনন্দের বিষয়। দেশের প্রতিটি নাগরিকের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের দলকে কেন্দ্রীয় সরকার নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কাজ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কাজ করিতেছে । অর্থনৈতিকভাবে জেরবার সারা বিশ্বে আশা জাগাইয়াছে ভারতের অগ্রগতি। জিডিপি---র নিরিখে অবশ্যই অবস্থান বেশ স্পষ্ট। সার্বিকভাবে অগ্রগতিতে মতভেদ থাকিলেও এটা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের এই সুবিশাল বাজারের দখল নিতে মরিয়া সব আন্তর্জাতিক সংস্থাই। কোন কোন দিকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে আজকের ভারত, বা কোথায় কোথায় থেকে গেল দুর্বলতা, একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। জিডিপি বৃদ্ধি: আইএমএফ---এর অক্টোবরের অনুমান ছিল, ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি পাইবে ৬ শতাংশের ওপরে। ২০২৩---২৪ এর প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের হিসেবে জিডিপি বৃদ্ধি পাইয়াছে যথাক্রমে ৭.৮০ ও ৭.৬০ শতাংশ হারে। তাই এই বৃদ্ধি প্রকৃত অর্থেই যথেষ্ট আশা জাগাইতেছে। কারণ, এই মেয়াদে বিশ্বের জিডিপি বাড়িবে মাত্র ৩ শতাংশের আশেপাশে।

শেয়ার বাজার: সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলিতেছে, ভারতের নিফটি---৫০ ইনডেক্স ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এক নতুন মাত্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। সিএনবিসি---র রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত হংকং---কে ছাড়াইয়া বিশ্বের সপ্তম বড় শেয়ার বাজারে পরিণত হইয়াছে, যাহার ক্যাপিটালাইজেশন ৩.৯৮৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।উৎপাদনে অগ্রগতি: বর্তমানে ভারতীয় জিডিপি---তে উৎপাদন শিল্পের অবদান ১৭ শতাংশের আশেপাশে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী ৬ বছরের মধ্যেই তাহা অনায়াসে ২১ শতাংশে পৌঁছিয়া যাইবে। রিপোর্ট বলিতেছে, প্রধান প্রধান পরিকাঠামোর বৃদ্ধি ২০২৩---এর অক্টোবর মাসে ১২.১০ শতাংশে পৌঁছিয়া গিয়াছে, যাহা গত বছরের অক্টোবরে ছিল মাত্র ০.৭০ শতাংশ। পরিকাঠামোগত প্রস্তাবিত খরচ কিন্তু নজর কাড়িয়াছিল ২০২৩---২৪ এর ইউনিয়ন বাজেটে। চীনের থেকে সাম্প্রতিক সময়ে চোখ ফেরাইতেছে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা। নতুন গন্তব্যের ঠিকানার মধ্যে রহিয়াছে ভারতও। অ্যাপল থেকে টেসলা, দৌড়টা কিন্তু ছোট নয়। তাই বৈদেশিক বিনিয়োগও বাড়িতেছে বা বাড়িবার সম্ভবনা তৈরি হইতেছে।

সরকারের বিভিন্ন প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেন্টিভ স্কিমের সফলতাও অনেকাংশেই চোখে পড়িয়াছে।

২০২৩ সালে ভারতের চন্দ্রযান---৩ এর অভাবনীয় সাফল্য খুলিয়া দিয়াছে স্পেস অর্থনীতির নতুন ক্ষেত্র। ভারতের স্পেস অর্থনীতি ২০৪০---এর মধ্যেই ছুঁইয়া ফেলিবে ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক কিছু সংস্থার মতে, এই অঙ্কটা ২০৪০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেও পৌঁছিয়া যাইতে পারে। প্রচুর আন্তর্জাতিক সংস্থা ইতিমধ্যেই এব্যাপারে আগ্রহ দেখাইয়াছে। তাই আগামীতে এর অগ্রগতি নিশ্চিত।ব্যবসায়ের জটিলতা দূর করিয়া আরও উৎসাহদানে সরকার বদ্ধপরিকর। এব্যাপারে ২০২৩---২৪ কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রায় ৩৯ হাজার কমপ্লায়েন্স কমানোহ

হইয়াছে, আর প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ক্ষেত্রে কমানো হইয়াছে আইনের জটিলতা। জোর দেওয়া হইয়াছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'---তেও। সাফল্যও আসিতে শুরু করিয়াছে।সাফল্যের আলোয় ঢাকা পড়া কতকগুলো দুর্বলতাও চিন্তা বাড়াইতেছে ক্রমান্বয়ে। সেগুলোর দিকেও নজর ফেরানো যাক একবার।ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব: বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের জিডিপি---র উত্থান আশাপ্রদ হইলেও চিন্তা বাড়াইতেছে ভারতে বেকারত্ব বৃদ্ধি যাহা প্রকৃত অর্থেই ভারতের উন্নতির সবচেয়ে বড় বাধা। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের দিনে দিনে এই বেকারত্ব বৃদ্ধি কিন্তু যথেষ্টই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বিশেষত শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত বেকারের ক্রমবর্ধমান সমস্যা। কি সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ইংরেজি নববর্ষে এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব পদে নন্দিনী চক্রবর্তী

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সচিবের পদ থেকে অপসারিত নন্দিনীকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এর আগে এই পদে ছিলেন বিপি গোপালিকা। বর্তমানে পর্যটন দফতরের সচিব পদে রয়েছেন নন্দিনী। সেখান থেকে সরিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব পদে আনা হল তাঁকে। এই অফিসারকে নিয়ে অতীতে বিতর্ক হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। রাজ্যপালের সচিব পদ থেকেও তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল। তাঁকেই এবার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। রবিবার মুখ্যসচিব পদে মেয়াদ শেষ হচ্ছে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর। কয়েকদিন আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যসচিব পদের জন্য বি এস গোপালিকার নামে অনুমোদন মিলেছে। এদিনই দুপুর ২ টোর পর দায়িত্ব নিচ্ছেন গোপালিকা। এতদিন তিনি স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন। ফলে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল স্বরাষ্ট্র সচিবের পদ। সেখানেই এলেন পোড় খাওয়া আইএএস নন্দিনী চক্রবর্তী। অন্যদিকে, মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাজ্যের আর্থিক উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হবে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে।

উল্লেখ্য, নন্দিনী চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব সামলেছেন। সি ভি আনন্দ বোস রাজ্যপাল হওয়ার পর নন্দিনী চক্রবর্তীকে বিতর্কের মুখে পড়তে হয়। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বলেও উল্লেখ করেন বিজেপি নেতারা। রাজ্যপাল নন্দিনী চক্রবর্তীকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিও দিয়ে দেন। দীর্ঘ জল্পনার পর নন্দিনীকে পদ থেকে সরানো হয়। পরে পর্যটন দফতরের দায়িত্ব পান তিনি।

লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যজুড়ে রহস্যময় পোস্টার

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) 'বাংলায় বিকল্প রাজনীতি' লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য জুড়ে পড়ল এই পোস্টার রহস্য।উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্র ছেয়ে গেছে এইনাম-গোত্রহীন পোস্টার। কে, কী উদ্দেশ্যে এই পোস্টার সাঁটিয়েছে বছর শেষের দিনে তা অজানা।

রবিবার সকালে দেখা যায় কলকাতার গড়িয়াহাট, রবীন্দ্র সদন, শ্যামবাজারের মতো এলাকায় এই পোস্টার পড়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সদরদফতর বিধানভবনের সামনেও এই পোস্টার সাঁটানো হয়।

আলবার্ট আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু রহস্য, ট্র্যাজেডি ও সাফল্য

মার্গারিটা রড্রিগেজ

'ছেলের মানসিক সমস্যার কারণে খুব কঠিন সময় পার করেছেন আইনস্টাইন,' বলেন জেভ রোজেনক্রান্স, আইনস্টাইন পেপার্স প্রজেক্টের একজন সম্পাদক এবং উপ-পরিচালক।

আলবার্ট আইনস্টাইনের কনিষ্ঠ সন্তানের নাম ছিল এডুয়ার্ড। তাকে আদর করে ডাকা হতো টেট।

শিশু কালেই তার স্বাস্থ্য নিয়ে পরিবারের ভেতরে উদ্বেগ ছিল। তবে তার মানসিক সমস্যার কথা জানা যায় আরো অনেক পরে। 'তার জীবন ছিল অত্যন্ত করুণ,' বলেন রোজেনক্রান্স। আলবার্ট আইনস্টাইনের প্রথম স্ত্রী এবং পদার্থবিজ্ঞানী মিলেভা মারিচের সংসারে ছিল তিনটি সন্তান। তাদের কন্যা লিসেরেল সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না, এবং তার জীবন অনেকটাই রহস্যাবৃত।

লিসেরেল ছিল তাদের সবচেয়ে বড় সন্তান। মেঝ সন্তান হান্স আলবার্ট তার জীবদ্দশাতেই বিজ্ঞানী হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছিলেন। তবে পিতার মতো বিখ্যাত তিনি কখনোই হতে পারেন নি। 'আমার পিতার ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠার পেছনে কারণ হল তিনি খুব সহজে হাল ছাড়তেন না। কিছু কিছু সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। এমন কী কোন ভুল সমাধান হলেও। তিনি বারবার চেষ্টা করতেন। একবার না হলে আবার করতেন, ' বলেন হান্স আলবার্ট।

'একমাত্র যে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে আমি। তিনি আমাকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে আমি আসলে একজন একরোখা মানুষ এবং আমার পেছনে সময় দিলে সেটা হবে অপচয়,' বলেন তিনি।

প্রথম সন্তান, লিসেরেল

মিলেভা মারিচ ও আলবার্ট আইনস্টাইন বিবাহবন্ধনে জড়ানোর আগেই ১৯০২ সালে তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছিল। এই কন্যা সন্তানের নাম ছিল লিসেরেল। 'দুই বছর বয়স হওয়ার পর তার কী হয়েছে সেবিষয়ে আমরা আসলেই কিছু জানি না,' বলেন রোজেনক্রান্স, 'ইতিহাসে তিনি হারিয়ে গেছেন।'

আইনস্টাইন পেপার্স প্রজেক্ট তৈরিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন রোজেনক্রান্স। এই প্রকল্পের আওতায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানীর শতশত দলিল ও কাগজপত্র সংগ্রহ করে সেগুলো অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে এবং তাতে সহযোগিতা করছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং হিব্রু ইউনিভার্সিটি অফ জেরুসালেম। আইনস্টাইনের যেসব চিঠিপত্র এবং দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো থেকে তার মানবিক দিক সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

এসব চিঠিপত্র থেকেই জানা যায় লিসেরেলের কথা। 'তার স্বাস্থ্য কি ভাল? সে কি ঠিকমতো কান্নাকাটি করে? তার চোখগুলো কেমন? আমাদের মধ্যে কার সঙ্গে তার বেশি মিল? কে তাকে দুধ খাওয়ায়? সে কি ক্ষুধার্ত? তার মাথা নিশ্চয়ই পুরোপুরি ন্যাড়া। আমি তাকে এখনও চিনি না কিন্তু এর মধ্যেই তাকে আমি অনেক ভালবাসি,' এসব কথাই সুইজারল্যান্ড থেকে আইনস্টাইন লিখেছেন মিলেভাকে, যিনি সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য সার্বিয়াতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু শিশু জন্ম দেওয়ার জন্য তিনি কেন সুইজারল্যান্ড ছেড়ে যান? 'আইনস্টাইনের মা মিলেভার সঙ্গে তার সম্পর্ককে একেবারেই মেনে নিতে পারেন নি,' বলেন হানচ গুটফ্রয়েন্ড, আইনস্টাইনের ওপর সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন তিনি। গুটফ্রয়েন্ড বলেন, আইনস্টাইনের মা মনে করেছিলেন তার সন্তান ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে ফেলছে। 'তিনি এমন হুমকিও দিয়েছিলেন যে মিলেভা যদি অন্তঃসত্ত্বা হন সেটা হবে একটা বিপর্যয়কর ঘটনা। সেসময় বিয়ের আগে সন্তান নেওয়া ছিল অনেক বড় কেলেঙ্কারি।'

'তোমার জন্য আমার প্রেম' ঃ- কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই দুজনের মধ্যে প্রেম ছিল অনেক গভীর, বলেন গুটফ্রয়েন্ড। ধারণা করা হয় আইনস্টাইনের বয়স যখন ১৯ এবং মিলেভার বয়স ২৩ তখন তাদের মধ্যে এই সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল। এই দু'জন পদার্থবিদ জুরিখ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে পড়াশোনা করতেন। সেসময় সেখানে মিলেভা ছিলেন একমাত্র নারী শিক্ষার্থী। এছাড়াও তিনি ছিলেন দ্বিতীয় নারী যিনি গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা শেষ করেছেন। ওয়াল্টার আইজাকসন আইনস্টাইনের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। নাম আইনস্টাইন তার জীবন ও মহাবিশ্ব। তিনি বলেন, 'আইনস্টাইনের চিঠিপত্র থেকে মিলেভার প্রতি তার প্রেম ভালবাসা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। আমরা এও জানতে পারি যে আইনস্টাইনের মা বউ হিসেবে মিলেভাকে মেনে নিতে পারেন নি।'

একটি চিঠিতে লেখা ঃ- 'আমার পিতামাতা এমনভাবে কাঁদতেন যেন আমি মারা গেছি। তারা বারবার একই অনুযোগ করতেন যে তোমাকে ভালবেসে আমি নিজের জন্য লজ্জা বয়ে এনেছি। তারা মনে করেন তোমার স্বাস্থ্য ভাল নয়।' কিন্তু আইনস্টাইন তার হৃদয়ের কথাই শুনেছিলেন। মিলেভা যখন গর্ভধারণ করেছেন তখন তিনি তাকে একটি চিঠিতে লিখে একজন ভাল স্বামী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আইনস্টাইন লিখেছেন: -'আমাদের জন্য যেটা একমাত্র সমস্যা হয়ে থাকবে তা হলো লিসেরেলকে আমাদের সঙ্গে রাখা। আমি তাকে ত্যাগ করতে চাই না।'

আইনস্টাইন জানতেন তার সমাজে একজন 'অবৈধ শিশুকে' সঙ্গে রাখা কতখানি কঠিন। এবং তার জন্য তো এটা আরো অনেক কঠিন ছিল কারণ তিনি সমাজে একজন সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছিলেন।

দীর্ঘ নীরবতা মনে করা হয় যে আইনস্টাইনের সঙ্গে লিসেরেলের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। মিলেভার যখন সুইজারল্যান্ডে ফিরে আসার সময় হয়, লিসেরেলকে তিনি সার্বিয়াতে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে রেখে আসেন। আইজাকসন ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে মিলেভার একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়তো লিসেরেলকে দেখাশোনা করতো কিন্তু এই তথ্যও খুব একটা নিশ্চিত নয়।

'তাদের প্রেমপত্রগুলোতে যা কিছু লেখা হয়েছে সেগুলো থেকেই আমরা তাদের কন্যা সম্পর্কে জানতে পারি,' বলেন গুটফ্রয়েন্ড, 'কিন্তু একটা সময় পর তার কথা আর কখনো উল্লেখ করা হয়নি।' 'অনেক ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক সার্বিয়াতে গিয়ে তার বিষয়ে জানার চেষ্টা করেছেন, দলিলপত্র, রেকর্ড, আর্কাইভ-সব জায়গাতে তার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তারা তেমন একটা সফল হননি, ' বলেন রোজেনক্রান্স। 'তার কথা সবশেষ উল্লেখ করা হয় যখন তার বয়স দুই বছর। সেসময় তার জ্বর হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি না এর পরে সে বেঁচে ছিল কীনা,' বলেন তিনি। এর পর তাকে নিয়ে নানা ধরনের জল্পনা কল্পনা তৈরি হয়েছে: 'হয়তো তাকে দত্তক দেওয়া হয়েছে, অথবা সে হয়তো মারা গেছে। আমরা ঠিক জানি না,বলেন রোজেনক্রান্স। ধারণা করা হয় যে আইনস্টাইন, যিনি ১৯৫৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি তার কন্যা সম্পর্কে কাউকে কখনও কিছু বলেন নি। আইনস্টাইন পেপার্স প্রজেক্ট জানতে পেরেছে লিসারেল ১৯৮৬ সালেও বেঁচে ছিলেন। এসময় মিলেভার সাথে যেসব যোগাযোগ হয়েছে তার কিছু বিষয়ে এই প্রজেক্টে জানতে পেরেছে।

নিজের বাড়ি ঃ- আইনস্টাইন ১৯০৩ সালে বের্ন শহরে একটি ভাল চাকরি পান, মিলেভা ফিরে আসেন সার্বিয়া থেকে, এবং এর পর তারা বিয়ে করেন। পরের বছর তাদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। এই পুত্র সন্তানের নাম ছিল হান্স আলবার্ট। তাদের তৃতীয় ও শেষ সন্তান ছিল এডুয়ার্ড, তার জন্ম ১৯১০ সালে। পরিবারটি জুরিখে চলে যাওয়ার পর তার জন্ম। 'আমার মা যখন বাড়িতে ব্যস্ত থাকতেন তখন আমার পিতা তার কাজ রেখে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের দেখাশোনা করতেন। আমাদেরকে তার হাঁটুর ওপর বসিয়ে তিনি দোল খাওয়াতেন। আমার মনে আছে তিনি আমাদের গল্প শোনাতেন এবং প্রায়শই ভায়োলিন বাজিয়ে আমাদের শান্ত রাখতে চেষ্টা করতেন,' এভাবেই হান্স আলবার্ট উল্লেখ করেছেন বলে জানান আইজাকসন।

এডুয়ার্ড: শারীরিক ও মানসিক সমস্যা

এডুয়ার্ডের শৈশবের শুরুর দিকে তার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল, প্রায়শই সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তো এবং দীর্ঘ সময় বিছানায় পড়ে থাকতো। একবার, ১৯১৭ সালে, যখন তার ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছিল, আইনস্টাইন তার এক বন্ধুকে লিখেছিলেন: 'আমার ছোট শিশুর অবস্থা আমাকে বেশ বিষণ্ণ করে রাখে।' এসব সত্ত্বেও 'সে একজন দারুণ ছাত্র ছিল। শিল্পকলার ব্যাপারে তার বিশেষ আগ্রহ। সে কবিতা লিখে এবং পিয়ানো বাজায়,' আইনস্টাইনের ওপর এক গ্রন্থ 'এন আইনস্টাইন এনসাইক্লোপিডিয়া'তে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। এডুয়ার্ড তার পিতার সঙ্গে সঙ্গীত ও দর্শন বিষয়ে আলোচনা করতেন এবং আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন যে তার 'ছেলে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করছে।'

ভালবাসার সমাপ্তিঃ -আইনস্টাইন যতই তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ডুবে যেতে লাগলেন ততই মিলেভার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে লাগল। এসময় তার এক কাজিন এলসার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয়।

পরিবারটি ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বার্লিনে বসবাস করত। কিন্তু মিলেভার প্রতি আইনস্টাইনের অবজ্ঞামূলক আচরণের কারণে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে তিক্ততা আরো বৃদ্ধি পায়। এবং এক পর্যায়ে মিলেভা তার সন্তানদের নিয়ে সুইজারল্যান্ডে ফিরে যান। তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ১৯১৯ সালে কিন্তু সন্তানদের কাছ থেকে দূরে থাকা আইনস্টাইনের জন্য খুব কষ্টকর ছিল, বলেন গুটফ্রয়েন্ড, ফলে তিনি তার দুই ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। তিনি খুব স্নেহময় পিতা ছিলেন, 'বলেন রোজেনক্রান্স।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখনই পরিস্থিতি তৈরি হতো তিনি সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, ছুটিতে বেড়াতে নিয়ে যেতেন এবং 'যখন তারা বড় হয়ে গেল, তাদেরকে তিনি বার্লিনে আমন্ত্রণ জানাতেন একসঙ্গে সময় কাটানোর জন্য।' 'তাদের দু'জনের সঙ্গেই আইনস্টাইনের ভাল যোগাযোগ ছিল, বিশেষ করে ছোট ছেলের সঙ্গে, তার কিশোর বয়সে।'

তিনি বলেন, এডুয়ার্ডের সঙ্গে তার ঘন ঘন যোগাযোগ হতো এবং সেটা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ের। এমনকি তারা একে অপরের সমালোচনাও করতেন।

'এডুয়ার্ড আইনস্টাইনকে যা কিছুই পাঠাত সেটা তিনি খুব পছন্দ করতেন,' সেটা যে শুধু তার লেখার উপহার সেজন্য নয়, তার চিন্তার গভীরতার কারণেও। আইনস্টাইন ১৯৩০ সালে তাকে লিখেছিলেন, 'জীবন হচ্ছে একটা সাইকেল চালানোর মতো। ভারসাম্য রাখতে হলে সেটাকে চালাতে হবে।' বড় ছেলে হান্স আলবার্টের সঙ্গে আইনস্টাইনের সম্পর্ক খুব বেশি গভীর ছিল না। হান্স ছিল অনেকটা মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষ, বলেন রোজেনক্রান্স।

'বিজ্ঞানের প্র্যাকটিক্যাল কাজ, উদ্ভাবন, কারিগরি - এসব বিষয়ে তার ঝোঁক ছিল,' তার পিতার সঙ্গে খেলাধুলা থেকে এটা বোঝা যায়। এর কয়েক বছর পর আইনস্টাইন তাকে যেসব চিঠি লিখতেন সেগুলোতে তিনি যে শুধু তার তত্ত্বের কথাই লিখতেন তা নয়, সেগুলো তিনি প্রমাণ করারও চেষ্টা করতেন। একই সঙ্গে কিভাবে একটি চাকরি সংগ্রহ করা যায় সেবিষয়েও তিনি পরামর্শ দিতেন।

রোগ নির্ণয় এডুয়ার্ড আইনস্টাইন স্বপ্ন দেখতেন যে তিনি একজন মনোবিজ্ঞানী হবেন এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েডর তত্ত্বের ব্যাপারে তার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। তিনি যখন মেডিসিন বিষয়ে পড়াশোনা করতেন, ১৯৩২ সালে, তাকে সুইজারল্যান্ডের একটি মানসিক চিকিৎসার ক্লিনিকে ভর্তি করাতে হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে, তার বয়স যখন ২২ তখন ধরা পড়ে যে তিনি মানসিক রোগ স্কিটসোফ্রিনিয়াতে আক্রান্ত।

'এতে আইনস্টাইন প্রচণ্ড কষ্ট পান,' বলেন গুটফ্রয়েন্ড।

'আমার দুটো ছেলের মধ্যে সবচেয়ে পরিমার্জিত, যাকে আমার নিজের চরিত্রের মতো বলে মনে হয়, সে অনিরাময়যোগ্য এক মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে,' আইনস্টাইনের লেখা একটি চিঠিতে একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

জার্মানিতে নাৎসি বাহিনীর উত্থান ঘটে ১৯৩৩ সালে। তখন তিনি জার্মানি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে বাধ্য হন। 'জার্মানি ছেড়ে যাওয়ার সামান্য আগে আইনস্টাইন এডুয়ার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সম্ভবত সেটাই ছিল তাদের শেষ দেখা,' একথা উল্লেখ করা হয়েছে এক আইনস্টাইন এনসাইক্লোপিডিয়াতে, 'এর পর পিতা ও পুত্রের আর কখনো দেখা হয়নি।'

দুঃখজনক সমাপ্তিঃ- মূলত মিলেভা-ই এডুয়ার্ডকে দেখাশোনা করতেন, কিন্তু যখন তার অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে থাকে- অথবা যখন মিলেভা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন- তখন তাকে একটি মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে থাকতে হয়েছিল।

মিলেভা মারা যান ১৯৪৮ সালে। এর পর এডুয়ার্ডকে দেখাশোনা করার জন্য তার একজন আইনগত অভিভাবক নিয়োগ করতে হয়েছিল যার খরচ দিতেন আইনস্টাইন।

'আমার মনে হয় না সেসময় পিতা ও পুত্রের মধ্যে কোনো ধরনের যোগাযোগ হয়েছে,' বলেন রোজেনক্রান্স।

আইজাকসনের মতে, এডুয়ার্ডের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের যেতে অনুমতি দেওয়া হয়নি। জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি একটি ক্লিনিকে কাটিয়েছেন এবং সেখানেই তিনি ১৯৬৫ সালে ৫৫ বছর বয়সে মারা যান।

হান্স আলবার্টঃ- আইনস্টাইনের দ্বিতীয় সন্তান হান্স আলবার্ট জুরিখে সুইস ফেডারেল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিষয়ে পড়ালেখা করেছেন। 'আমার আলবার্ট একজন সক্ষম ও দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে' ১৯২৪ সালে একথা লিখেছেন গর্বিত আইনস্টাইন। হান্স আলবার্ট ১৯২৬ সালে স্নাতক ডিগ্রি এবং ১৯৩৬ সালের মধ্যে তিনি ডক্টর অব টেকনিক্যাল সায়েন্সেস উপাধি অর্জন করেন। পিতার পরামর্শে ১৯৩৮ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে তার পড়াশোনা চালিয়ে যান।তার পড়াশোনার বিষয় ছিল নদী এবং সেখানে পলিমাটির চলাচল। নদীর জল কিভাবে পলিমাটি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় সে বিষয়ে আমরা বর্তমানে যা কিছু জানি তার ভিত্তি তৈরি করেছে এই হান্স আলবার্টের গবেষণা। তার অবদানের প্রতি স্বীকৃতি জানাতে আমেরিকান সোসাইটি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ১৯৮৮ সালে হান্স আলবার্ট আইনস্টাইন পুরস্কার ঘোষণা করে। হান্স বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। 'তার মধ্যে কিছু বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছিল যা খুবই বিরল। বিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি খুব দক্ষ ছিলেন, একই সঙ্গে ছিলেন একজন প্রকৌশলী এবং একজন চমৎকার শিক্ষক।'

আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯৫৪ সালে লেখা এক চিঠিতে তার এ ছেলের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, 'সে আমার চরিত্রের প্রধান দিকগুলো পেয়েছে: লক্ষ্য অর্জনে সে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ করতে পারে, একজন মানুষের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব।'

মতবিরোধ সন্তানদের সঙ্গে আলবার্ট আইনস্টাইনের সম্পর্কে উত্থান পতন চোখে পড়ার মতো: কোন চিঠিতে তিনি খুব স্নেহপ্রবণ আবার কোন চিঠিতে তাকে খুব ঠাণ্ডা এবং জাজমেন্টাল বলে মনে হয়েছে।

'অন্যান্য পরিবারের মতোই, তাদের যেমন কঠিন সময় ছিল তেমনি ছিল ভাল সময়ও,' বলেন রোজেনক্রান্স, 'হান্স আলবার্টের সঙ্গে তার বেশ কয়েকবার সংঘাত হয়েছিল।' কিশোর বয়সে হান্স আলবার্ট একবার তার পিতাকে বলেছিলেন যে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু আলবার্ট আইনস্টাইন এতে খুশি ছিলেন না। পরের কয়েক বছরে এই বিরোধ আরো বড়তে থাকে: 'প্রথমত হান্স আলবার্ট যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন আইনস্টাইন তাকে পছন্দ করেন নি।' এই ঘটনায় মিলেভা আইনস্টাইনের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন কিন্তু হান্স আলবার্ট তাদের দুজনের মতামত উপেক্ষা করে ১৯২৭ সালে ভাষাবিজ্ঞানী ফ্রিয়েডা নেখকে বিয়ে করেন। পরে আইনস্টাইন সন্তানের সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং ফ্রিয়েডাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাদের ঘরে তিনটি সন্তানের জন্ম হয়।

গুটফ্রয়েন্ডের মতে তারা দুজন একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলেও তারা পৃথক জীবন যাপন করেছেন: হান্স আলবার্ট থাকতেন পশ্চিম উপকূলে আর আইনস্টাইন ছিলেন পশ্চিম উপকূলের প্রিন্সটনে। 'এছাড়াও, আইনস্টাইন এর মধ্যেই তার দ্বিতীয় সংসার শুরু করে দিয়েছেন (তার কাজিন এলসা এবং এলসার আগের ঘরের দুই কন্যাসহ), বলেন তিনি।

ফ্রিয়েডার মৃত্যুর পর হান্স আলবার্ট বায়োকেমিস্ট এলিজাবেথ রবোজকে বিয়ে করেন, যার সঙ্গে তিনি তার বাকি জীবন কাটিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে তিনি মারা যান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। তার বয়স হয়েছিল ৬৯। আইনস্টাইন একবার মিলেভাকে বলেছিলেন 'তার জীবনের অন্যতম ভাল একটি দিক হচ্ছে তার দুই সন্তান, যারা তার মৃত্যুর পরেও আইনস্টাইনের জীবন বহন করবে,' বলেন আইজাকসন।

কিন্তু বিখ্যাত এবং প্রতিভাবান ব্যক্তির সন্তান হিসেবে তাদের জীবন সহজ ছিল না। এডুয়ার্ড নিজেই লিখেছেন: 'কখনও কখনও এরকম একজন গুরুত্বপূর্ণ পিতা থাকার সমস্যা আছে। কারণ তার নিজেকে খুব অগুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।'

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার এক বছর আগে হান্স আলবার্টের জন্ম হয়েছিল। আলবার্ট আইনস্টাইন তার পরবর্তী জীবনে স্বীকার করেছেন মিলেভা কতো ভালভাবে তার সন্তানদের বড় করেছেন। আমি মনে করি না যে আইনস্টাইন নিজেকে খুব ভাল একজন স্বামী হিসেবে মনে করতেন। আমার মনে হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বামীর চেয়ে পিতা হিসেবেই তিনি ভাল ভূমিকা পালন করেছেন, বলেন রোজেনক্রান্স।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার অল ত্রিপুরা ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার এসোর উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব

বছরের শেষ দিনে কুষ্ঠ আশ্রমে জেপি নাড্ডা ও যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ লখনউয়ের কুষ্ঠ আশ্রমে যান। এদিন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নানা জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়েছিলেন। রবিবার উভয় নেতা কুষ্ঠরোগীদের আশ্রম পরিদর্শন করেন এবং তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন।

নাড্ডা এবং যোগী প্রথমে মন্দিরে প্রার্থনা করেন। তারপর কুষ্ঠ রোগী এবং অন্যান্য দরিদ্রদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় শিশুদের সঙ্গে আলাপ করে জিজ্ঞেস করেন - তোমরা কি পড়তে যাও? এরপর ওই শিশুদের মাঝে চকলেট ও টফিও বিতরণ করা হয়। একইসঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী কুষ্ঠরোগীরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন কি না সে সম্পর্কে জানতে চান। তারপর তাদের সঙ্গে ছবিও তোলেন। তাঁদের দুজনের উপস্থিতিতে এদিন কুষ্ঠরোগীরা ভজন ও কীর্তনও উপস্থাপন করে। এই ভোজনের মাধ্যমে ভগবান শ্রী রামের মহিমা তুলে ধরা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক, বিজেপি রাজ্য সভাপতি চৌধুরী ভূপেন্দ্র সিং, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সুরেশ খান্না, বিধান পরিষদের সদস্য মহসিন রাজা, মহেন্দ্র সিং প্রমুখ।

রাতের অন্ধকারে ঘোলায় সরস্বতী প্রতিমা ভাঙার অভিযোগ, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

বারাসত, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সরস্বতী প্রতিমা ভাঙার অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার ঘোলার বিলকান্দা পঞ্চায়েত এলাকায়। আর্থিক ক্ষতির মুখে মৃৎশিল্পীরা। তদন্তে ঘোলা থানার পুলিশ।

বছরের শুরুতেই সরস্বতী পুজো। স্বাভাবিকভাবেই মৃৎশিল্পীরা ইতিমধ্যেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ঘোলা থানার অন্তর্গত বিলকান্দা পঞ্চায়েতের অনেকেই প্রতিমা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। স্থানীয়দের দাবি, বিলকান্দা ব্লক ২-এর লেনিন গড় এলাকায় রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা তাণ্ডব চালাচ্ছে। ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তৈরি করে রাখা সরস্বতী প্রতিমা। অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৫ টি প্রতিমা ভাঙা হয়েছে।

এক একটি মূর্তি তৈরিতে বেশ অনেকটা সময় লাগে। সেখানে একের পর এক মূর্তি ভাঙায় সমস্যায় পড়ছেন শিল্পীরা। প্রচুর টাকার ক্ষতি হচ্ছে, যা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে ঘোলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি মৃৎশিল্পীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান।

গঙ্গার নীচে দিয়ে ছুটল মেট্রো, হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডে এলেন জিএম

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : বছরের শেষ দিনে ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো করিডর পরিদর্শন করলেন মেট্রোর জেনারেল মানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো করিডর পরিদর্শন করলেন। কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের পদস্থ কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এদিকে তাঁরা মেট্রো রেলের গ্রিন লাইনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে তাঁর পরিদর্শন শুরু হয়। মেট্রোতে চেপেই গঙ্গার নীচে দিয়ে তিনি যান। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সব দিক তিনি খতিয়ে দেখেন। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত প্রতিটি স্টেশনে তিনি কাজগুলি ভালো করে খতিয়ে দেখেন। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, ভেন্টিলেশন, এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা ঠিকঠাক রয়েছে কি না সেটা তিনি খতিয়ে দেখেন।মেট্রো রেলের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই পরিদর্শনের ব্যাপারে জানানো হয়েছে।

রেলের মুখ জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন পি উদয় কুমার রেড্ডি। ডেডলাইনের মধে কাজ শেষ করার ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গেই সমস্ত বকেয়া কাজ অর্থাৎ যে কাজগুলি এখনও বাকি থেকে গিয়েছে তা ডেডলাইনের মধ্যে শেষ করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

মহারাষ্ট্রের থানের রেভ পার্টিতে পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার পাঁচ মহিলাসহ ৯৫ জন

মুম্বই, ৩১ডিসেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের থানের রেভ পার্টিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ পাঁচ মহিলাসহ মোট ৯৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। রবিবার থানে জেলার ঘোডবন্দর এলাকার গাইমুখে একটি রেভ পার্টিতে পুলিশ অভিযান চালায়।

পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে। এপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেছেন, মাদক মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। পুলিশ জানিয়েছে, গাইমুখ এলাকায় একটি রেভ পার্টির খবর পায় পুলিশ। ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে এই পার্টির জন্য প্রত্যেক জনের থেকে ১, ০০০ টাকা করে প্রবেশ ফি নেওয়া হয়েছিল। ১৯ থেকে ২০ বছর বয়সী যুবকদের এই দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পুলিশ রবিবার অভিযান চালিয়ে ২০০ গ্রাম গাঁজা, ৭০ গ্রাম হাসিস, ০.৪০ গ্রাম এলএসডি ও উত্তেজনাবর্ধক বড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। তদন্ত বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার পাঞ্জাবরাও উগলে জানিয়েছেন, আমরা ৯০ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলাকে আটক করেছি। ধৃতদের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হবে এবং রিপোর্ট আসার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আটক যুবকরা থানে, মিরা রোড, পালঘর, কল্যাণ, ডম্বিভালি এবং নভি মুম্বইয়ের বাসিন্দা। মুখ্যমন্ত্রী মহারাষ্ট্রকে মাদকমুক্ত করতে পুলিশদের মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তমলুকে নর্দমায় পড়ে থাকা বৃদ্ধার কাছে নগদ ৬৪ হাজার টাকা, শোরগোল এলাকায়

তমলুক, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : নর্দমায় পড়ে থাকা মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধার কাছে মিলল নগদ ৬৪ হাজার টাকা। রবিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের হাসপাতাল মোড় এলাকায় নর্দমা থেকে টাকা সহ ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের হাসপাতাল মোড় এলাকায় নর্দমায় এক বৃদ্ধাকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় টোটোচালকেরা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নর্দমা থেকে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। তখন দেখা যায়, বৃদ্ধার শরীরে কোনও কাপড় নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে থাকা টোটো থেকে কাপড় নিয়ে মহিলার গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। বৃদ্ধাকে তুলে রাস্তার পাশেই শোয়ানো হয়। এর পর টোটো চালকরা যে যার বাড়ি চলে যান। ফিরে আসার পর বৃদ্ধার কাপড়ের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় টাকার বান্ডিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে টোটোচালকদের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বৃদ্ধার সঙ্গে থাকা টাকা গোনে। মেলে মোট ৬৪ হাজার ১৫ টাকা। কীভাবে এত টাকা এল বৃদ্ধার কাপড়ে? এই টাকা কি সত্যিই বৃদ্ধার? জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে বৃদ্ধাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখার আর্জি জানিয়েছেন টোটোচালকরা।

হিমাচলে নববর্ষ উদযাপনে পর্যটকদের ভিড়, মানালি ও শিমলায় বিশেষ আয়োজন

শিমলা, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : হিমাচল প্রদেশে নববর্ষ উদযাপনে পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। চারিদিকে ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে। শিমলা, মানালি, ডালহৌসি, কাসাউলি এবং ধর্মশালায় বিপুল সংখ্যক পর্যটক এসেছেন। যদিও হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি স্টেকহোল্ডার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহেন্দ্র শেঠ রবিবার জানান, গত বছরের তুলনায় এবার শিমলায় আসা পর্যটকের সংখ্যা কম।

২ জানুয়ারি পর্যন্ত বেশিরভাগ সরকারি ও বেসরকারি হোটেলে অগ্রিম বুকিং হয়ে গেছে। শিমলা এবং মানালির প্রায় ৯৫ শতাংশ হোটেল পর্যটকে পরিপূর্ণ। গত দুই সপ্তাহে প্রায় দুই লক্ষ যানবাহন শিমলায় প্রবেশ করেছে। এরমধ্যে বেশিরভাগই বাইরের রাজ্য থেকে আসা যানবাহন। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে শিমলায় পর্যটকদের আগমন অব্যাহত রয়েছে। দিল্লি, চণ্ডীগড় ও হরিয়ানা থেকে শিমলায় আসা বাসগুলিতে প্রচুর ভিড় চোখে পড়ছে। একইভাবে কালকা থেকে শিমলাগামী ট্রেনগুলিও যাত্রীতে ঠাসা। জেলা প্রশাসন যানবাহন পার্কিংয়ের জন্য অতিরিক্ত স্থান নির্বাচন করেছে। তবে গত বছরের তুলনায় এবার শিমলা ও মানালিতে কম পর্যটক এসেছে। এর কারণ তুষারপাতের অনুপস্থিতি। শিমলা, মানালি এবং কুফরিতে প্রায়ই ডিসেম্বর মাসে তুষারপাত হয়। তবে এবার তুষারপাতের মুখ দেখেনি পর্যটকরা। আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে পরিষ্কার আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মানালি হোটেলিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি, রোশন ঠাকুর এদিন বলেন, ক্রিসমাসের পরে এমনকি নববর্ষেও মানালিতে পর্যটকদের ভালো ভিড় থাকে এবার সেটা দেখা যাচ্ছে না।

ভারতে করোনায় মৃত্যু ৩, নতুন করে আক্রান্ত ৮৪১জন

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনার দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু চিন্তা বাড়িয়েই চলেছে ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪১ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেরলে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, কেরল, কর্নাটক ও বিহারের বাসিন্দা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪৩০৯-তে পৌঁছেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩৩,৩৬১। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৭৫,৬২০ জন করোনা-রোগী। মোট টিকাকরণের সংখ্যা ২২০, ৬৭,৭৯,০৮১-তে পৌঁছেছে।

বর্ষশেষে বিষ্ণুপুরে সাংসদের বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার, চর্চা তুঙ্গে

বিষ্ণুপুর, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যেই বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার। বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের সামনে এই পোস্টার পড়েছে। যা নিয়ে রবিবাসরীয় দুপুরে চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। আর এই পোস্টারকে নিয়ে বিষ্ণুপুর শহরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে তরজা শুরু হয়েছে বিজেপি---তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে।

এদিকে এই পোস্টার বর্ষশেষে পড়ায় সৌমিত্রের টিকিট পাওয়ায় বাধা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আবার আসন পাল্টে যেতেও পারে। কারণ এই পোস্টারের কোথাও লেখা 'টিকিট বিক্রির কান্ডারি সৌমিত্র খাঁকে দূর হটাও'। আবার লেখা আছে, 'বিষ্ণুপুরের জনগণ বিরোধী সৌমিত্র খাঁ নিপাত যাক'। কোথাও আবার সৌমিত্র খাঁয়ের ছবি দিয়ে লেখা, '১০ বছরের অবসান চাই, সৌমিত্র দালালের বিদায় চাই'। এই জেলার একাধিক পঞ্চায়েত, বিধানসভা হাতছাড়া হয়েছে। সাংসদের জন্যই এমন হয়েছে বলে পোস্টারে উল্লেখ রয়েছে। আর পোস্টারের তলায় লেখা, 'বিষ্ণুপুরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত অনুশাসিত জনগণের তরফ থেকে'।

এই পোস্টারগুলি চোখে পড়তেই তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। এই বিষয়ে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, 'তৃণমূলের চক্রান্ত রয়েছে। হেরে যাওয়ার ভয়েই এসব করছে তারা। তবে এতে কোনও লাভ হবে না। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপিই জিতবে।' তবে এই বিষয়টি নিয়ে বিজেপিকেই দায়ী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার নেতা গৌতম গোস্বামী। তিনি বলেন, 'বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, এই পোস্টারে তারই প্রমাণ। বিজেপি সাংসদ কোনও কাজ করেননি। তাই নিচুতলার কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন পোস্টার সাঁটিয়ে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামলাতে না পেরে এখন তৃণমূলের উপর দোষ চাপাচ্ছে।'

এই পোস্টার কাণ্ড নিয়ে সাংসদ সৌমিত্র খাঁর বক্তব্য, 'যাঁরা এই কাজ করছেন, ভাল থাকবেন। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বাংলায় ৩৫টি আসন পাবে। ভারতে রামমন্দির তৈরি হচ্ছে। নিশ্চিন্তে থাকবেন। পোস্টার কারা দিয়েছেন জানা নেই আমার।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, 'সৌমিত্র চাঙ্গা ও জনপ্রিয় ছেলে। আমাদের সাংসদদের কাজ করতে দেয়নি সেটা অন্য প্রশ্ন। সৌমিত্র অত্যন্ত লড়াকু ছেলে। দল টিকিট দিলে জিতবে।'

বিহারে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭ জন করোনা রোগীর খোঁজ মিলল, মৃত ১

পাটনা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিহার রাজ্যে দ্রুত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় বিহার রাজ্যে মোট সাতজন করোনা রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পাটনা ও গয়ায় ছয়জন, একজন দারভাঙ্গায়। একজনের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় সাতজন করোনা রোগী পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে, পাটনা এবং গয়ায় তিনজন করে মোট ছয়জন রোগী রয়েছে এবং দারভাঙ্গায় একজন রোগী রয়েছে। সর্বশেষ ঘটনাটি সাসারামের, সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন রবিবার এক করোনা পজিটিভ ১০ বছর বয়সী কিশোরীর মৃত্যু হয়। সাসারামের ডাঃ কে এন তিওয়ারি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন, মেয়েটি ফুসফুসে গুরুতর সংক্রমণে ভুগছিল। করোনার সমস্ত রিপোর্ট তদন্তের জন্য পাটনায় পাঠানো হয়েছে।

ফিরে দেখা ২০২৩, বিষয় : সরকারি কার্যক্রম ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : গত ১ জানুয়ারি (২০২৩) ১০০টি সিএনজি বাস চালু করে গুয়াহাটিবাসীকে ইংরেজি নববর্ষে উপহার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। একই অনুষ্ঠানে এই পরিষেবার সঙ্গে আইএসবিটিতে সিএনজি স্টেশনও উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গুয়াহাটি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে নতুন রাজভবনের শিলান্যাস করেছেন তদানীন্তন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। খারঘুলিতে পুরনো রাজভবনের কাছেই অত্যাধুনিক নতুন রাজভবনের শিলান্যাস করেছেন তাঁরা। নতুন রাজভবনের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'রাজনিবাস'। এছাড়া এদিন কামরূপ মহানগর জেলার গুয়াহাটিতে ১,৭৭৭ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প নির্মাণের শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : শ্রী সত্যসাই প্রবর্তিত 'প্রশান্তি মেডিক্যাল সার্ভিসেস অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (পিএমএসআরএফ)-এর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি (মউ)-তে স্বাক্ষর করেছে অসম সরকার। এই সমঝোতা চুক্তির বলে জন্ম থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত ৫০০ শিশু এবং করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট (হৃদরোগে অস্ত্রোপচার)-এর প্রয়োজন এমন পশ্চাদপদ শ্রেণি ৫০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে দুই (২) বছরের মধ্যে রাজকোট এবং আহমেদাবাদে অবস্থিত শ্রী সত্যসাই হৃদরোগ হাসপাতালে চিকিৎসা করা হবে।

গুয়াহাটি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আজ সকাল থেকে আইআইটি গুয়াহাটি চত্বরে বিশাল আয়োজনে শুরু হয়ে গেছে ত্রিদিবসীয় ওয়াই-২০-র অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান। সম্মেলনে এসে উপস্থিত হয়েছেন জি-২০-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর ১৫০-এর বেশি যুব প্রতিনিধি তথা ছাত্রছাত্রী। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা। জানা গেছে, বিশ্বদর্শকদের নিজের নিজের মতামত প্রকাশ করারও সুযোগ থাকবে সম্মেলনে। এই কার্যসূচিগুলোতে অসমের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যে এসে পৌঁছে গেছেন। অসমের প্রত্যেক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংলগ্ন ১০টি বিদ্যালয়ে সজাগতা অভিযান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জি-২০ গ্রুপিং এবং এর কাজকর্ম সম্পর্কে সজাগ করা হবে।

গুয়াহাটি (অসম), ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী মোদী গুয়াহাটির চাংসারিতে ১,১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এছাড়া এদিন তিনি শুরু করলেন আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ অভিযানও।

গুয়াহাটি, ৯ মে (হি.স.) : ৬,১০০ যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের জন্য ৮,২০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের প্রকল্পে মউ স্বাক্ষর করেছে অসম সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে প্রথমসারির নয়টি কোম্পানি অসম সরকারের সঙ্গে মেগা শিল্প প্রকল্প স্থাপনের জন্য সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

গুয়াহাটি, ১০ মে (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যে চালু করেছেন নতুন প্রকল্প 'আয়ুষ্মান অসম'। 'মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'র অধীনে নতুন এই প্রকল্পের অধীনে রেশন কার্ডধারী ৩২ লক্ষ পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসার নিশ্চয়তা প্রদান করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

গুয়াহাটি, ২৭ জুন (হি.স.) : ফরেনসিক সায়েন্স, স্বাস্থ্যসেবা এবং রোগ নির্ণয় বিজ্ঞানের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে অসম সরকার এবং হায়দরাবাদ-ভিত্তিক সেন্টার ফর ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক্স (সিডিএফডি)-এর সঙ্গে দুটি মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (মউ) চুক্তি স্বাক্ষরিত।

নামরূপ (অসম), ১ জুলাই (হি.স.) : অসমকে পেট্রোকেমিক্যালের এক প্রধান রপ্তানিকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা নামরূপে পতাকা নেড়ে আসাম পেট্রোকেমিক্যালস প্ল্যান্ট থেকে বাংলাদেশে প্রথম মিথানল সরবরাহ করেছেন। একই মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ফার্টিলাইজারস কর্পোরেশন লিমিটেড (বিভিএফসিএল), আসাম পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড এবং নামরূপ তাপ কেন্দ্র থেকে শিল্প উৎপাদনের চলাচলের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি প্রকল্পের অধীনে জয়পুর চারিয়ালি এবং নামরূপ সোনারি তিনালি রাস্তার উন্নয়নের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : সকাল ১১:০৫টায় প্রায় ৩৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত অসম বিধানসভা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। ছিলেন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ যথাক্রমে বিশ্বজিৎ দৈমারি ও ডা. নোমল মমিন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও রামেশ্বর তেলি, রাজ্যের সব মন্ত্রী ও বিধায়ক, বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া সহ বহু বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বেশ কয়েকজন প্রাক্তন বিধায়কও।

গুয়াহাটি, ২ আগস্ট (হি.স.) : অসমের সবুজ আবরণ প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকারের এক বড় পদক্ষেপ অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনের ওয়েব পোর্টাল, মোবাইল অ্যাপ, থিম সঙ এবং কাঠ ভিত্তিক উদ্যোগের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে একটি ওয়েব পোর্টাল চালু মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার।

গুয়াহাটি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার হাতে অসমে বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সংবলিত রিপোর্ট পেশ বিশেষজ্ঞ কমিটির।

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে উদ্যোগ বিকাশের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বেসরকারি ছয়টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩, ১১৪.১৪ কোটি টাকা বিনিয়োগের মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

গুয়াহাটি, ১ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের সাফাই কর্মীদের জন্য ২০০০ হাজার নতুন গৃহ নির্মাণের সুদূরপ্রসারী প্রকল্প ঘোষণা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার।

গুয়াহাটি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে কোনও সরকারি আধিকারিক বা কর্মচারী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবেন না, জারি কড়া নির্দেশিকা।

গুয়াহাটি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রকে উন্নীতকরণের মাধ্যমে অসমকে বিকশিত করতে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের অঙ্গ হিসেবে ১৭,৫৫৬ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে ২৬টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির।

২০২৪ সালের জন্য সরকারি ক্যালেন্ডার প্রকাশ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ২০২৪ সালের জন্য সরকারি ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছেন। ২০২৪ সালের ক্যালেন্ডার তৈরি করেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব রবিবার মধ্যপ্রদেশ সরকারের ২০২৪ সালের ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী যাদব ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে ক্যালেন্ডারের বিষয়বস্তু এবং ধারণার প্রশংসা করেছেন। এই ক্যালেন্ডারে ১২টি মাসের ছবিগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে আনে। ক্যালেন্ডারে ছবির মাধ্যমে দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ক্যালেন্ডারের প্রথম পাতায় স্থান পেয়েছে অযোধ্যার শ্রী রাম মন্দির। বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে, যেমন, সন্ত রবিদাস মেমোরিয়াল সাগর, বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রা, নব সংবতসর গুড়ি পাদওয়া, মহাকালেশ্বর মন্দিরের পাশাপাশি মহাকাল লোক, মোহনপুরা কুন্ডালিয়া সেচ প্রকল্প রাজগড়, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, জল জীবন মিশনের অধীনে প্রতিটি বাড়িতে জল, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান, রাজ্যের শিক্ষার স্তরের উন্নতির জন্য নিধি, মুখ্যমন্ত্রী কিষাণ কল্যাণ যোজনা এবং সিএম রাইজ বিদ্যালয়ের ছবিগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কন্যাদের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ, বেঁটি বাঁচাও বেঁটি পড়াও অভিযান, সমাজকে সুস্থ করতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে প্রধানমন্ত্রী সম্মান নিধি প্রকল্প এই ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রবিবার ক্যালেন্ডার প্রকাশ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কন্টোলার গভর্নমেন্ট প্রেস চন্দ্রশেখর বালিম্বে।

প্রতি মাসে ১০০ জনকে রাম মন্দির দর্শনে নিয়ে যাবেন শুভেন্দু

নন্দীগ্রাম, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : নন্দীগ্রামের মানুষকে রাম মন্দির দর্শনে নিয়ে যাবেন শুভেন্দু অধিকারী। যারা নিজের টাকায় রাম মন্দির দর্শনে যেতে পারবেন না তাদের রাম মন্দির দর্শনে নিয়ে যাবেন শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বছরের শেষ দিন নন্দীগ্রাম বজরং কমিটি আয়োজিত হনুমান পুজোয় অংশগ্রহণ করে সেখানে একথা বলেন শুভেন্দু। স্থানীয়দের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, যারা নিজের টাকায় রাম মন্দির দর্শনে যেতে পারবেন না তাদের সাথে সেবক শুভেন্দু সব সময় আছে।

এদিন শুভেন্দুবাবু বলেন, 'রাম মন্দির দর্শনের জন্য গোটা দেশ থেকে ৭০০ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে ভারতীয় রেল। সেই সব ট্রেনে টিকিট কেটে উঠতে হবে। নন্দীগ্রামের যারা টিকিট কেটে রাম মন্দির দর্শনে যেতে পারবেন না তাদের মধ্যে প্রতি মাসে আমি ১০০ জন করে ট্রেনে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেব। জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখের পর থেকে নন্দীগ্রামে রাম মন্দির দর্শন কর্মসূচি শুরু হবে। যারা নিজেদের ক্ষমতায় যেতে পারবেন যাবেন, যারা পারবেন না তাদের জন্য শুভেন্দু অপনাদের সেবক আপনাদের সাথে আছে'।

এদিন রাম মন্দির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দিঘায় জগন্নাথ কালচারাল সেন্টারের প্রসঙ্গও তোলেন শুভেন্দুবাবু। বলেন, রাম মন্দির তৈরি হয়েছে সনাতনীদের নিধি দিয়ে। সনাতনীরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে যে টাকা দিয়েছে তা দিয়ে তৈরি হয়েছে মন্দির। দিঘার জগন্নাথ কালচারাল সেন্টারের মতো সরকারি টাকায় তৈরি নয়।

আগামী ২২ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় উদ্বোধন হতে চলেছে রাম মন্দিরের। প্রায় অর্ধশতকের আইনি লড়াইয়ের পর অযোধ্যার বিতর্কিত প্রাঙ্গনে রাম মন্দির তৈরির অনুমতি দেয় আদালত। রাম মন্দিরকে হাতিয়ার করে বিজেপি ২০২৪এর ভোট বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করছে বিরোধীরা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খারাপ খাবার শরীরকে বানাবে রোগের ডিপো

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবসময়ই খাদ্যাভ্যাসের ওপর জোর দেওয়া হয়। তবে কোন খাবারগুলো দেহে বাজে প্রভাব ফেলে সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হয় কম।

ফলে দেখা যায় ভালো খাবার খাওয়া হচ্ছে ঠিকই, পাশাপাশি বাজে খাদ্যাভ্যাসের কারণে দেহ সঠিক সুরক্ষা মিলছে না।

তাই বজে খাদ্যাভ্যাসগুলো এড়ানোই হবে মঙ্গল।

অতিরিক্ত মদ্যপান

যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যারি অ্যালবাস 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "অতিরিক্ত মদ্যপান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করবে। বিশেষ করে যেকোনো সংক্রমণ দমন করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা কমে যায় মদ্যপানের জন্য। কারণ অ্যালকোহলের কারণে শরীর ক্ষতিকর উপাদান চিনতে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সময় বেশি লাগে।"

"মদ্যপানের আরেকটি ক্ষতিকারক দিক হল তা খাবার থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণের হার কমিয়ে দেয়। বিশেষত, ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক শোষন করতে সমস্যা দেখা দেয়। আর দুটোই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মদ্যপানের কারণে যেকোনো রোগের ঝুঁকি যেমন বাড়বে, তেমনি রোগের ভোগান্তিও বাড়তে পারে।"

অতিরিক্ত চিনি অ্যালবাস বলেন, "খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত চিনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। চিনি বেশি এমন খাবার নিয়মিত খাওয়া ক্রমাগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলে। এর প্রধান কারণ শ্বেত রক্তকনিকা, যা সংক্রমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অতিরিক্ত চিনি সেই শ্বেত রক্তকনিকারই ক্ষতি করে।"

অতিরিক্ত লবণ

'দ্য ডায়েটারি গাইডলাইনস ফর আমেরিকানস'য়ের মতে, 'প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন সোডিয়াম গ্রহণ করা উচিত সর্বোচ্চ ২৩০০ মি.লি.গ্রাম। তবে যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৩৪০০ মি.লি.গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে। এই বাড়তি সোডিয়াম দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

অ্যালবাসের ভাষায়, "খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত সোডয়ামযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি থাকলে শরীরে প্রদাহ হওয়া আশঙ্কা বেড়ে যায়, যা পক্ষান্তরে দুরারোগ্য ব্যধির ঝুঁকি বাড়ায়। লবণের মূল উপাদান সোডিয়াম। লবণ বেশি খেলে তা শরীরের প্রদাহনাশক প্রতিক্রিয়াকে দমিয়ে দিতে সক্ষম। অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে অতিরিক্ত সোডিয়াম বা লবণ। যা পক্ষান্তরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।"

'ক্রোন'স ডিজিজ', আলসার, 'সেলিয়াক ডিজিজ', 'লুপাস' ইত্যাদি 'অটোইমিউন ডিজিজ' যাদের আছে, অতিরিক্ত লবণ তাদের এই রোগগুলোর তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়।

ফল ও সবজি কম খাওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নিবন্ধিত পুষ্টিবিদন ম্যাট মাজিনো বলেন, "রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সচল ও সক্ষম রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত ফল ও সবজি থাকতেই হবে। এগুলোতে থাকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত জরুরি।"

আরও থাকে ভোজ্য আঁশ যা অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়ার জন্য উপকারী। আর অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় থাকলেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে শক্তিশালী।

ভিটামিন ডি'র অভাব

মাজিনো বলেন, "সুস্থ সবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ভিটামিন ডি। কারণ এর প্রদাহনাশক গুণ রোগ প্রতিরোধকারী কোষের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। তাই যারা ঘরে বসে কাজ করার কারণে বাইরে রোদে বের হতে পারেন না বা যে দেশগুলোতে এখন বর্ষাকাল, সেখানকার মানুষের উচিত হবে ভিটামিন ডি 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণের বিষয়টা নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করা।"

সঠিক সুগন্ধি নির্বাচনের উপায়

নিজের সঙ্গে কোন সুগন্ধি ভালো যাবে বা কতক্ষণ স্থায়ী হবে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার। অনেকে আবার অন্যের ব্যবহৃত সুগন্ধ পছন্দ করে নিজের জন্য সংগ্রহ করেন। তবে দেখা যায় সেটা নিজের ক্ষেত্রে ভালো যাচ্ছে না। এর পেছনে রয়েছে নানান কারণ।

ভারতের 'আজাহ পরফিউমস'য়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সুগন্ধি বিশেষজ্ঞ আকাঙ্ক্ষা বিশত এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

নির্দেশিকার দিকে মনোযোগ দেওয়া

প্রতিটা সুগন্ধিতে আলাদা আলাদা নির্দেশিকা থাকে যা সামগ্রিক ঘ্রাণ নির্ধারণ করে। সাধারণত তিনটি ভিন্ন ধাপ থাকে- বেইজ, টপ, মধ্যম বা হার্ট। আর এগুলো একসঙ্গে নির্দিষ্ট সুগন্ধ হিসেবে কাজ করে। সুগন্ধগুলো সাধারণত বিভিন্ন নোট হিসেবে ভাগ করা হয়। যেমন- ফুলের ভিন্ন সুগন্ধ গোলাপ, গার্ডেনিয়া, জেরানিয়ামের মতো গন্ধ। সিট্রাস বা টক-জাতীয় ফল যেমন আপেলের সুগন্ধ।

ভিন্নধর্মী ও কড়া সুগন্ধির মধ্যে রয়েছে মসলাদার ঘ্রাণ যেমন- স্টার অ্যানিস বা দারুচিনির ঘ্রাণ। এভাবে বিভিন্নভাবে ভাগ করা গন্ধগুলো নিজের রুচি অনুযায়ী নির্দেশিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ঘনত্ব নির্বাচন করা

ঘনত্বে ভিত্তিতে সুগন্ধি চার রকমের হয়ে থাকে। ঘনত্ব যত বেশি, দামও তত বেশি হয়। সাধারণত বেশি ঘনত্বের সুগন্ধি শক্তিশালী ঘ্রাণ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এটা সম্পূর্ণ একটা দিন স্থায়ী হতে পারে।

এর পরের স্তর হল 'উ দো পার্ফাম' যা ব্যবহারের পর সাধারণত ছয় ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

বাথরুমে যা রাখা ঠিক না

টুথব্রাশ কিংবা রেইজর গোছলখানায় রাখা স্বাভাবিক মনে হলেও এগুলো রাখতে হয় শুকনা জায়গায়।

অনেকের বাথরুমেই থাকে কেবিনেট কিংবা তাক। সেসবে প্রয়োজনীয় জিনিস থাকাও স্বাভাবিক। তবে শৌচাগারের ভেজা পরিবেশ সব জিনিসের জন্য মানানসই নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বাসস্থান নির্মাতা ও জীবনউন্নয়ন-বিষয়ক পরামর্শদাতা বব ভিলা এই বিষয়ে তার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানান, "স্বাভাবিক অভ্যস্ততায় এতদিন যা বাথরুমে রাখা হয়েছে সেসব এখন শুকনা জায়গায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।"

তোয়ালে: বাথরুমে তোয়ালে থাকাই স্বাভাবিক। অনেকের গোছলখানায় আলাদা কেবিনেট থাকে তোয়ালে রাখার জন্য। তবে আর্দ পরিবেশ তোয়ালে রাখার জন্য মোটেই উপযোগী নয়। কারণ ভেজা পরিবেশের কারণে তোয়ালেতে যেমন বাসী দুর্গন্ধ হতে পারে তেমনি জন্মাতে পারে ছত্রাক।

তাই তোয়ালে সবসময় রাখতে হবে শুকনা পরিবেশে।

টুথব্রাশ: খোলা অবস্থায় তাকের মধ্যে টুথব্রাশ রাখাটা মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ প্রতিবার কমোড ফ্লাশ করা হলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাক্টেরিয়া। বাথরুমের ভেজা পরিবেশ ব্যাক্টেরিয়ার জন্মানোর হার বাড়িয়ে দেয় বহুগুন। আর বাতাসে ভেসে সেই ব্যাক্টেরিয়া টুথব্রাশে ঝাপিয়ে পড়তে বেশি সময়ও নয় না।

তাই বাথরুমের কোনো দরজাওয়ালা কেবিনেটের ভেতর রাখতে হবে টুথব্রাশ। আর কেবিনেট না থাকলে অবশ্যই গোছলখানার বাইরে টুথব্রাশ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আর প্রতিবার কমোড ফ্লাশ করতে হবে ঢাকনা ফেলে।

ছবি: অনেকেই বাথরুম সাজাতে ছবি ব্যবহার করেন। তবে মনে রাখতে হবে বাথরুমের আর্দ পরিবেশ সহজেই ছবি নষ্ট করে দিতে পারে। এমনকি কাচ দিয়ে ফ্রেম করে রাখলেও বাষ্প জমে জন্মাতে পারে ছত্রাক। তাই ছবি দিয়ে ঘর সাজানোই ভালো, বাথরুম নয়। ওষুধ: আমাদের দেশে ওষুধ বাথরুমে রাখা হয় না বটে। তবে অনেকেই হয়ত সিনেমাতে দেখে থাকবেন ওষুধ রাখা হচ্ছে বাথরুমের কেবিনেটে। যা মোটেই ঠিক নয়। ঠাণ্ডা ও শুকনা জায়গায় রাখার জন্য ওষুধের বোতলের গায়ে লেখা থাকে। গোছলখানা হতে পারে ঠাণ্ডা জায়গা তবে শুকনা মোটেই নয়। ওষুধ রাখার সবচেয়ে ভালো জায়গা হলে বেডরুম।

সেনিটারি ন্যাপকিন: নারীদের জন্য এই জরুরি জিনিস রাখতে হবে শুকনা স্থানে। বাথরুমের কেবিনেটে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ আর্দ পরিবেশের জন্য সেনিটারি ন্যাপকিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাকও বাসা বাঁধতে পারে সহজেই। আর এই ধরনের পণ্যগুলোর প্যাকেটে লেখাই থাকে শুকনা ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখুন।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম: বিদ্যুৎ ও পানি-আদায় কাচকলা সম্পর্ক। একথা সবারই জানা। তাই ইলেক্ট্রিক রেইজর, শেইভার, ব্লোয়ার বা চুল শুকাতে 'হেয়ার ড্রায়ার' রাখা যাবে না বাথরুমে।

আর্দ পরিবেশ যেমন নষ্ট করে দিতে পারে যন্ত্রগুলো তেমনি ভেজা পরিবেশে এগুলো ব্যবহার করাও বিপদজ্জনক।

রং করা কাঠের আসবাব: আর্দ পরিবেশ কাঠের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। আর্দতার তারতম্যের কারণে কাঠ বাড়ে ও কমে। তাছাড়া রংও নষ্ট হয়ে যায় দ্রুত।

তাই বাথরুম সাজাতে কোনো আসবাব তৈরি করলে ব্যবহার করতে হবে প্লাস্টিক বা আর্দ পরিবেশে নষ্ট হবে না এরকম উপাদান দিয়ে।

সাজের প্রসাধনী: হালকা পাতলা মেইকআপের কোনো সামগ্রী বাথরুমে থাকলে সেটা আজই সরিয়ে ফেলুন। কারণ আর্দতা মেইকআপ সামগ্রী দ্রুত নষ্ট করে দেয়। জন্মাতে পারে ছত্রাক। এমনকি কোলন ও সুগন্ধিও নষ্ট করে ভেজা পরিবেশ।

এক্ষেত্রে নেইল পলিশও রাখতে হবে শুকনা অন্ধকার পরিবেশে

বই: অনেকের বাথরুমেই বই ও ম্যাগাজিন থাকে। তবে কাগজ জলকণা শুষে নিতে পারে সহজেই। আর স্যাঁতস্যাঁতে বই বা ম্যাগাজিনের পাতায় ছত্রাক জন্মানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ।

তাই শৌচাগারে বই পড়ার অভ্যাস থাকলে, বাথরুমের বাইরে বই রাখার তাক বানিয়ে নেওয়াই ভালো।

গয়না: বাইরে থেকে এসে পোশাক পাল্টানোর সময় বাথরুমে গয়না খুলে রাখতে পারেন। আর সেটা ভুলবশত সেখানেই পড়ে থাকলে নষ্ট হতে পারে সহজেই। বিশেষ করে রুপার গয়না আর্দ পরিবেশে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাই গয়না বা অলঙ্কার যাই ব্যবহার করুন না কোনো, বাথরুমে যাওয়ার আগেই খুলে রেখে যান বেডরুমে।

রেইজর: এই দাড়ি কামানোর হাতিয়ার বাথরুমে থাকাই স্বাভাবিক। আর ব্লেডগুলো সাধারণত স্টেইনলেস স্টিল দিয়েই তৈরি হয় যাতে পানিতেও মরিচা না পড়ে।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চবি বা স্নেহজাতীয় খাবার।

ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন--- কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালসিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

বয়স পঞ্চাশ পেরোলে খাদ্যাভ্যাসে যা বারণ

বয়স যখন পঞ্চাশ ছুঁয়েছে তখন শরীরের কোনো সমস্যাকেই আর অবহেলা করার সুযোগ নেই।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ধুমপান, মদ্যপান বর্জন, নিয়মিত ব্যায়াম, প্রয়োজনীয় টিকা নেওয়া সবটাই করতে হবে নিয়ম মাফিক। সেই সঙ্গে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা হল এই বয়সের দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুরক্ষিত থাকা কিংবা তা নিয়ন্ত্রণে রাখার অন্যতম প্রধান বিষয়।

নিউ ইয়র্কভিত্তিক পুষ্টিবিদ মেলিসা রিফকিন বলেন, "উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, 'ডাইভার্টিকুলোসিস' আর 'ওস্টিওপোরোসিস'- এই শারীরিক সমস্যাগুলো পঞ্চাশের কোঠায় পৌছালে বেশ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠে। বংশগত একটা যোগাযোগ আছে সবগুলো রোগেরই, তবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আনতে পারলে এই রোগগুলোকে সামলে রাখা যায়।"

'ওস্টিওপোরোসিস' বা হাড় ক্ষয়ে যাওয়া রোগ নিয়ে রিফকিন'য়ের মন্তব্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইটদিস ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরেক সনদস্বীকৃত পুষ্টিবিদ সিডনি গ্রিন বলেন, "বয়স যত বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হাড়ে ফাটল ধরার আশঙ্কা। তাই এসময় হাড়ের দরকার ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি'য়ের পর্যাপ্ত যোগান।"

"আবার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিটামিন বি টুয়েলভ শোষণ করার ক্ষমতাও কমতে থাকে। শরীর এই ভিটামিন প্রস্তুত করতেও পারেনা। তাই খাবার থেকে শোষণ করার ক্ষমতাও যদি কমে যায় তখন উপায় 'সাপ্লিমেন্ট'।"

'ভিটামিন বি টুয়েলভ'য়ের অভাবে অবসাদ, বুক ধড়ফড়ানি, খাওয়া রুচি হারানো, ওজন কমে যাওয়া, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি দেখা দিতে পারে বলে জানায় 'যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেল'।

পুষ্টিবিষয়ক পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান 'মোর রেজাল্টস'য়ের সহ-প্রতিষ্ঠাতা পুষ্টিবিদ ড্রিস্টোফার মোর বলেন, "পুষ্টি নিয়ে আলোচনায় ভোজ্য আঁশ অবহেলিত রয়ে যায় অনেকসময়। তবে জরিপ বলে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাদের দৈনিক চাহিদার অর্ধেক ভোজ্য আঁশ গ্রহণ করেন না। আশার কথা হলো, এই সমস্যা সমাধান করতে কোনো খাবার বাদ দিতে হবে না কিংবা মানতে হবে না কোনো বিশেষ খাদ্যাভ্যাস।"

প্রক্রিয়াজাত খাবার

রিফকিন বলেন, "সকল প্যাকেটজাত খাবারই যে খারাপ তা নয়। তবে অধিকাংশ প্যাকেটজাত খাবারই তৈরি হয় প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে। ফলে তাতে থাকে আলাদাভাবে যোগ করা চিনি, লবণ, 'ট্রান্স ফ্যাট'। এই উপাদানগুলো হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস'য়ের ঝুঁকি বাড়ায়। এজন্য এই খাবারগুলো কেনার সময় প্যাকেটের গায়ের 'ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্ট' বা উপাদানের তালিকা পড়ে দেখার অভ্যাস করতে হবে।"

বাইরে খাওয়া কিংবা প্যাকেটজাত এই খাবারগুলো খাওয়াকে নিয়মিত অভ্যাস বানানো যাবে না। আর যেদিন খাবেন তারপর কয়েকদিন ঘরের স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ভারসাম্য আনতে হবে।

গভীর রাতে খাওয়া

গ্রিন বলেন, "রাতে যদি কারও পর্যাপ্ত ঘুম না হয় তবে তার বিভিন্ন রোগ দেখা দেবেই। আর রাতের ঘুম নির্ভজাল হওয়ার উপায় হল ঘুমানোর দুতিন ঘণ্টা আগেই সকল খাওয়া বন্ধ করা। এতে হজমতন্ত্রে সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাবেন।"

গভীর রাতে ঘুমানোর আগেভাগে কিছু খেলে তা ওজন বাড়াবে। দেখা দেবে গ্যাস, পেট ফোলাভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ইত্যাদি। ঘুম হল শরীরের নিজেকে মেরামত করার সময়, খাবার হজম করার নয়। শরীরকে সেসময় হজমে ব্যস্ত থাকতে হলে মেরামতের কাজ থমকে যাবে।

পানির অভাব

রিফকিন বলেন, "বয়স বাড়ার সঙ্গে তৃষ্ণা টের পাওয়া ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে পানি পানের কথা ভুলতে থাকবেন। কারণ তৃষ্ণাই অনুভূত হচ্ছে না। একারণে বয়স যাদের পঞ্চাশের কোঠায় তাদের পানিশূন্যতা দেখা দেওয়া আশঙ্কা থাকে বেশি। এর প্রেক্ষিতে রক্তচাপ কমে, শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে, বমিভাব ও বমি হয়। আর পানিশূন্যতার সমাধান করা না হলে তা ডেকে আনতে পারে কোনো দূরারোগ্য ব্যধি, যেমন বৃক্ক নষ্ট হওয়া।"

তিনি আরও বলেন, "বয়স বাড়ার সঙ্গে মানুষের পেশি কমতে থাকে, ফলে শরীরের পানি ধরে রাখার স্থান কমতে থাকে। এতে পানিশূন্যতা দেখা দেওয়া আশঙ্কা আরও বাড়ে। এজন্য তৃষ্ণা না পেলেও নিয়ম করে পানি পান করতে হবে প্রতিদিন নুন্যতম দুতিন লিটার। প্রস্রাবের রং দেখে পানিশূন্যতা ইঙ্গিত বুঝতে হবে। সকালের প্রথম প্রস্রাবের রংটা কিছুটা গাঢ় হবে, তবে পরে তা হালকা হতে থাকবে। সারাদিন প্রস্রাবের রং স্বচ্ছের কাছাকাছি থাকবে।" আঁশ কম এমন খাবার খাওয়া ক্রিস্টোফার মোর বলেন, "খাদ্যাভ্যাস থেকে কোন খাবার বাদ দিতে হবে সেটা না ভেবে, বরং ভাবা উচিত কোন খাবারগুলো যোগ করতে হবে। ভোজ্য আঁশ আছে এমন সবজি ও ফল খাদ্যাভ্যাসে যোগ করতে হবে। এই খাবারগুলো পেট ভরা রাখে লম্বা সময়। যা ওজন নিয়ন্ত্রণ ও কমানো দুটোতেই সহায়ক।"

রিফকিন বলেন, "আঁশের অভাবে হজম, ওজন, রক্তে শর্করার মাত্রা বা কোলেস্টেরল সবকিছুতেই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।"

রূপচর্চায় ভিটামিন সি সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা

অনেকেই মনে করেন ভিটামিন সি ত্বকে বিবর্ণভাব ফেলে। তবে সেটা সত্যি নয়।

ভিটামিন সি ত্বকের জন্য জরুরি ও উপকারী উপাদান। সিরাম, ফেইস ওয়াশ, ময়েশ্চারাইজার ও নানান প্রসাধনীতে ভিটামিন সি'য়ের ব্যবহার দেখা যায়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে- ত্বক উজ্জ্বল করতে, বিবর্ণতা ও কালোছোপ কমাতে এমনকি কোলাজেনের মাত্রা বাড়াতে ভিটামিন সি ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

এত উপকারিতার পাশাপাশি ভিটামিন সি সম্পর্কে রয়েছে বেশ কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা।

'হ্যালো গিগিলস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানানো হল বিস্তারি।

ভ্রান্ত ধারণা: সব ভিটামিন 'সি' একই রকম ক্যালিফোর্নিয়ার ত্বকপরিচর্যার ব্র্যান্ড 'একাডার্মা'র প্রতিষ্ঠাতা ও কস্মেটিক রসায়নবিদ ডা. শাটিং হু বলেন, "ত্বকের যত্নে নানান রকম ভিটামিন সি ব্যবহৃত হয়। এদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে।" যেমন- অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সবচেয়ে খাঁটি, কার্যকর এবং ভিটামিন সি'র মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রসাধনী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'ড্রাংক এলিফ্যান্ট'য়ের প্রতিষ্ঠাতা টিফ্যানি মাস্টারসন এর গুণাগুণ ও উপকারিতার জন্য ভিটামিন সি'কে 'গোল্ড স্ট্যান্ডারড' বলে অভিহিত করেন। "অ্যাসকরবিক অ্যাসিড কার্যকর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। ফলে পরিবেশের উন্মুক্ত রেডিকেলের কারণে হওয়া বয়সের ছাপ, ত্বকের ভারসাম্যহীনতা ও মলিনতা কমাতে সহায়তা করে" বলেন তিনি।

এছাড়াও, এর প্রদাহরোধী উপাদান লালচেভাব ও ত্বকের অস্বস্তি কমাতে সহায়তে করে।

ডা. হু বলেন, "অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সহজেই বিবর্ণ হয়ে যায় এবং এর প্রভাব পড়ে কার্যকারিতার ওপরে। ফলে ত্বকে সংবেদন দেখা দিতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, "অন্যদিকে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড পলিপেপটাইড ভিটামিন সি'র স্থায়ী অবস্থা যা বিবর্ণতা ও অস্বস্তির ঝুঁকি ছাড়াই ভিটামিন সি'য়ের উপকারিতা দান করে।" ভিটামিন সি'য়ের বিবর্ণতা এড়াতে সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখার জন্য তা কালো কাঁচের পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়।

ভ্রান্ত ধারণা: ভিটামিন সি সূর্যের আলোতে সংবেদনশীলতা বাড়ায়

মাস্টারসন বলেন, "ভিটামিন সি ত্বক এক্সফলিয়েট করে না তাই এতে সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হয় না। গবেষণা অনুযায়ী সানস্ক্রিন ব্যবহারের আগে ভিটামিন সি সেরাম ব্যবহার সুরক্ষার দ্বিতীয় স্তর হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও, ত্বকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বাড়ায় ও সুরক্ষার স্তর দৃঢ় করে।" ক্যান্ডেস ম্যারিনো হলিউডের জনপ্রিয় সৌন্দর্যবিদ এবং ফেইশল বিশেষজ তিনিও ত্বকের যত্নে সকালে এই দুই ধাপ অনুসরণ করা উচিত বলে মনে করেন।

ভ্রান্ত ধারণা: ভিটামিন সি সক্রিয় উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায় না এটা ত্বকের ধরন ও সহ্য ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। ত্বকের ধরন ভেদে কিছু ভিটামিন সি এক্সফলিয়েটিং উপাদান আলফা হাইড্রোক্সি অ্যাসিড (এএইচএ), বিটা হাইড্রোক্সি অ্যাসিড (বিএইচএ) বা রেটিনলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে।

ম্যারিনো ত্বকে ভিটামিন সি ব্যবহারের পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অ্যাসিড ও রেটিনল ব্যবহার শুরু করার পরামর্শ দেন। এতে ত্বক সহিষ্ণু হয়ে উঠবে। মাস্টারসনের মতে, "ভিটামিন সি কিছু কার্যকর উপাদানের সঙ্গে ভালো কাজ করে। যেমন- সানস্ক্রিনের নিচে ভিটামিন সি সেরাম ত্বকের সুরক্ষার স্তর আরও জোরালো করে এবং পেপটাইডের সঙ্গে ভিটামিন সি ব্যবহার কোলাজেন বাড়াতে ও সুরক্ষার স্তর ভালো রাখতে সাহায্য করে।" ভ্রান্ত ধারণা: ভিটামিন সি বিবর্ণতা বাড়ায় মাস্টারসন বলেন, "বরং ভিটামিন সি বিশেষত, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ত্বকের রংয়ের ভারসাম্যহীনতা ও বিবর্ণতা কমাতে সহায়তা করে।" তিনি আরও বলেন, "অ্যাসকরবিক অ্যাসিড বাড়তি মেলানিন উৎপাদন কমায়। ফলে বাদামি দাগ, প্রদাহ ও দাগের গাঢ়ভাব কমাতে সহায়তা করে।"

রবিবার গণ আবেদন দান অভিযানের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

ফিরে দেখা ২০২৩, বিষয় : বিবিধ শেষ ভাগ

গুয়াহাটি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশের ১৩ জন রাজ্যপাল এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদে নিয়োগের জন্য যে নাম ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন তার মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি রাজ্যও রয়েছে। সে অনুযায়ী জেনারেল কৈবল্য ত্রিবিক্রম পার্নায়েক, পিভিএসএম, ইউওয়াইএসএম, ওয়াইএসএম (অবসরপ্রাপ্ত)-কে অরুণাচল প্রদেশে, লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্যকে সিকিমে, অসমে গুলাবচাঁদ কাটারিয়া, অরুণাচল প্রদেশের ব্রিগেডিয়ার (ড.) বিডি মিশ্র (অবসরপ্রাপ্ত)-কে লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর, ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল সুশ্রী অনুসুইয়া উইকিকে মণিপুরে, মণিপুরের রাজ্যপাল লা গণেশানকে নাগাল্যান্ডে, বিহারের রাজ্যপাল ফাগু চৌহানকে মেঘালয়ের রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

শিলং, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মেঘালয়ের ২৩-তম রাজ্যপাল পদে শপথ ফাগু চৌহানের।

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমের ৩১-তম রাজ্যপাল পদে শপথ গুলাবচাঁদ কাটারিয়ার। তিনি অধ্যাপক জগদীশ মুখির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

ইটানগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের ১ নম্বর উপজাতি সংরক্ষিত লুংলা বিধানসভা কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রার্থী সেরিং লামু। সেরিং লামু প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত জাম্বে তাশির স্ত্রী। গত বছরের নভেম্বরে ৪৮ বছর বয়সি বিধায়ক জাম্বে তাশি গুয়াহাটির একটি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর লুংলা আসন শূন্য হয়ে পড়েছিল।

গুয়াহাটি, ২৫ মার্চ (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডের কয়েকটি জেলা ও থানা এলাকায় আফসপা-র সময়সীমা আরও ছয় মাস বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

কোকরাঝাড় (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : কোকরাঝাড়ে নিরাপত্তারক্ষীর এনকাউন্টারে ধরাশায়ী নিষিদ্ধ ঘোষিত সশস্ত্র সংগঠন কমতাপুর লিবারেশন অরগানাইজেশন, সংক্ষেপে কেএলও-র দুই সদস্য।

গুয়াহাটি, ২৭ মে (হি.স.) : অসমের ৩৫টি জেলার মধ্যে ২৮টি জেলা থেকে প্রত্যাহৃত সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন বা আফসপা।

শিলচর (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : পুলিশের এনকাউন্টারে ধরাশায়ী করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানাধীন ভাঙ্গার বছর ২০-এর আহারার আহমেদ ওরফে নাজ-হত্যার মূল আসামি তথা জেল থেকে পলাতক কুখ্যাত হিফজুর রহমান।

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : এদিন সকাল ১১:০৫টায় প্রায় ৩৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত অত্যাধুনিক অসম বিধানসভা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার।

গুয়াহাটি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নবনির্মিত ভবনে পাঁচদিবসীয় পঞ্চদশ অসম বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশন।

কোহিমা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, ১৯৫৮ (আফসপা)-এর আবেদন অতিরিক্ত ছয় মাসের জন্য বাড়িয়েছে।

ইমফল, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজধানী ইমফল সহ ১৯টি নির্দিষ্ট থানা এলাকা ছাড়া সমগ্র মণিপুর রাজ্যকে "উপদ্রুত অঞ্চল" বলে ঘোষণা করেছে সরকার।

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : ত্রিপুরার বিংশতম রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

গুয়াহাটি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে কোনও সরকারি আধিকারিক বা কর্মচারী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবেন না, জারি কড়া নির্দেশিকা।

আইজল, ৭ নভেম্বর (হি.স.) : কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ ৭ নভেম্বর সকাল ৭:০০ থেকে ৪০ আসনের মণিপুর বিধানসভার ভোট পর্ব শুরু হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন দফতর সূত্রের খবর, দুপুর ১২:০০ পর্যন্ত ২৯.৮৭ শতাংশ ভোটদান হয়েছে রাজ্যের ১১ জেলার অন্তর্গত ১,২৭৬টি কেন্দ্রে। ভোট চলবে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত।

আইজল, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : বড় ধাক্কা। মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) নেতা তথা মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা আইজল পূর্ব ১ আসনে পরাজিত হয়েছেন। জোরামথাঙ্গা তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম) - প্রার্থী লালথানসাঙ্গার কাছে ২,১০৮ ভোটে পরাজিত হয়েছেন।

আইজল, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)-প্রধান প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা প্রাক্তন সাংসদ লালদুহোমা।

তেজপুর (অসম), ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : তেজপুরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

এছাড়া চলতি ২০২৩ সালে আরও যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-পরিঘটনা অসমে সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে সে সবের কয়েকটি তুলে ধরা হলো। এগুলি যথাক্রমে -

- ২ ফেব্রুয়ারি থেকে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলন।
- গুয়াহাটিতে ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ত্রিদিবসীয় ওয়াই-২০ বৈঠক।
- অসমে বিধানসভা এবং সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারিত।
- এপিএসসিতে নিয়োগ কেলেংকারি সম্পর্কে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিপ্লবকুমার শর্মা কমিশনের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্ত এসিএস-এপিএস-গ্যাজেটেড অফিসার সহ প্রাক্তন আধিকারিকদের গ্রেফতার অভিযান।
- অসমের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশের গুলিতে ড্রাগস মাফিয়া, গরু পাচারকারী, চোরাশিকারি সহ অন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত অর্ধশতাধিক হত এবং শতাধিক আহত হয়েছে।
- বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে গ্রেফতার বহু।
- অসমের মরিগাঁও ও বরপেটা জেলার একাধিক হানা দিয়ে শতাধিক সাইবার অপরাধী গ্রেফতার।
- গুয়াহাটি মেট্রোর অন্তর্গত শিলসাকো, শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী বুঢ়াচাপরি অভয়ারণ্য, ক বি. ম গ ে ঞ্জ ব. লোয়াইরপোয়া-দোহালিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে চলে জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান।

ফিরে দেখা ২০২৩, বিষয়
সড়ক ও অন্যান্য দুর্ঘটনা

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কালচক্র অতিক্রম করে চলে গেল আরও একটি বছর, ২০২৩। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২৩-এর ফ্ল্যাশব্যাকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনাবসানে সম্পর্কিত খবর, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...গুয়াহাটি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : গুয়াহাটির ক্ষেত্রি এলাকার সোনাপুরে সংঘটিত ভূমিধসে মৃত্যু হয়েছে জনৈক ব্যক্তির। নিহত ব্যক্তিকে দীপক বরুয়া বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

শিলং, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার মাওবাহে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে নিখোঁজ দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

আইজল, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : মিজোরামের রাজধানী আইজলের দক্ষিণ উপকণ্ঠ মেলথুম এলাকার খিয়াংচাওলে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় চাকমা স্বশাসিত জেলা পরিষদের দুই সদস্য সহ তিনজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। নিহতদের সিএডিসি-সদস্য ৩৮ বছর বয়সি চরণসিং চাকমা, ৪০ বছরের মহেশবরণ চাকমা (সিএডিসি-সদস্য) এবং বছর ৪৬-এর বানোসান্দ্রো তংচঙ্গ্যা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

মরিগাঁও (অসম), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত ধরমতুল থানা লাগোয়া ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে আজ সোমবার সকালে সংঘটিত এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় তিন পুণ্যার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৪ জন। অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত তীর্থস্থান পরশুরামকুণ্ড দর্শন করে গুয়াহাটিতে নিজেদের বাড়িতে যাওয়ার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

নংপোহ (মেঘালয়), ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মেঘালয়ের রিভোই জেলার হাইওয়েতে বেলা ২:৩০ মিনিট নাগাদ সংঘটিত যাত্রীবাহী একটি বলেরোর সঙ্গে সিমেন্ট-বোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের। এতে বলেরোর তিন পুরুষ এবং তিন মহিলা সহ ছয় যাত্রীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। বলেরোর ছয় যাত্রীর মধ্যে তিনজন নান, একজন প্রিস্ট, একজন ডেকন এবং ড্রাইভার ছিলেন। তারা অসমের বঙাইগাঁয়ের একটি মিশনারি স্কুলে কর্মরত ছিলেন।

রঙিয়া (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন বাবা ও মেয়ে।

গুয়াহাটি, ১৭ মে (হি.স.) : এদিন ভোররাত (১৬ মে) প্রায় দুটা নাগাদ নগাঁও জেলার জখলবন্ধার সরুভাগিয়া গ্রামের কাছে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর জুনমণি রাভার গাড়ির সঙ্গে একটি কনটেইনার ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জুনমণির।

আগরতলা, ২৮ জুন (হি.স.) : উল্টো রথের দিন ইসকন-এর রথ ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে এলে তিন শিশু সহ সাত জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাবা ও ছেলে। আহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন। নিহতদের সীমা পাল (৩৩), সুস্মিতা বৈশ্য (৩০), রূপক দাস (৪০), সোমা বিশ্বাস (২৮), রোহন দাস (৯), শান মালাকার (৯)-এর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রূপক দাস এবং রোহন দাস সম্পর্কে বাবা-ছেলে বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আইজল, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে এদিন সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় ভৈরবী (দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলা সীমান্ত) থেকে মিজোরামের সাইরাং (আইজল থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে) সংযোগকারী কুরুং নদীর ওপর নির্মীয়মাণ রেলওয়ে সেতু ভেঙে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন ১৭ জন রেল কর্মী ও শ্রমিক।

বোকাজান (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত ধনশিরি মহকুমার সীমান্তবর্তী কার্বি আংলং জেলাধীন বড়পথার থানা এলাকার হলৌখোয়ায় ৩৯ নম্বর জাতীয় সড়কে এদিন সকালের দিকে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা সহ চার ব্যক্তির। একই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও চারজন। হতাহতদের সাত জন নাগাল্যান্ড এবং একজন অসমের রাজধানী গুয়াহাটির বাসিন্দা।

ইটানগর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের ক্রা দাদি জেলার বুকচিরে প্রবাহিত এক নদীতে যাত্রীবাহী একটি টাটা সুমো পড়ে গেলে এক নাবালক সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও নয়জন। ঘটনা এদিন সকাল প্রায় ৮:৪৭ মিনিট নাগাদ সংঘটিত হয়েছে।

তেজপুর (অসম), ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের শোণিতপুর জেলায় এদিন রাতে এক সংগীতানুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা যথাক্রমে বিপুল দাস, কাসিম আলি, রস ইসলাম, দেবজিৎ বসুমতারি এবং সাংফার বসুমতারি।

নন্দীগ্রামে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি

নন্দীগ্রাম, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের পুরুষোত্তমপুর গ্রামে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে।

জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে পুরুষোত্তমপুর গ্রামের বাসিন্দা সুভাষ দলুইর বাড়িতে এই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। সুভাষ দলুইয়ের বৌমা গ্যাসের ওভেন জ্বালিয়ে দুধ গরম করছিলেন। ঠিক সেই সময় গ্যাসের পাইপলাইন লিকেজ করে যায়।

মুহূর্তের মধ্যে আগুন লেগে যায় গ্যাস সিলিন্ডারে এবং কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। গ্যাসের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় পুরো বাড়ি। এলাকার প্রতিবেশীদের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও আগুনে পুড়ে যায় সুভাষ দলুইয়ের বাড়ি। বাড়িতে জামা কাপড় থেকে শুরু করে আসবাবপত্র সহ সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

এবার থেকে সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলক রাজ্য সঙ্গীত

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : এবার থেকে রাজ্য সরকারের সমস্ত অনুষ্ঠানে গাইতে হবে রাজ্য সঙ্গীত। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। একই সঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পয়লা বৈশাখ দিনটিকে পালন করতে হবে 'রাজ্য দিবস' হিসাবে। মুখ্যসচিবের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের সমস্ত অনুষ্ঠান, কর্মসূচির শুরুতে গাইতে হবে 'রাজ্য সঙ্গীত'। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সম্মানের সঙ্গে প্রতি বছর 'বাংলা দিবস' পালন করবেন সকল পশ্চিমবঙ্গবাসী। বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১ বৈশাখ দিনটিই পালিত হবে রাজ্য দিবস হিসাবে। রাজ্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা, রাজ্য সরকারের সমস্ত অনুষ্ঠান, কর্মসূচির শুরুতে এক মিনিট ৫৯ সেকেন্ড ধরে গাইতে হবে 'রাজ্য সঙ্গীত'। এবং অনুষ্ঠানের শেষে গাইতে হবে জাতীয় সঙ্গীত। এই দুই গান উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকে গাওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাসে বিধানসভায় প্রস্তাব এনে রাজ্য দিবস এবং রাজ্য সঙ্গীত অনুমোদন করায় তৃণমূল সরকার। 'বাংলা দিবস' হিসাবে বেছে নেওয়া হল ১ বৈশাখকেই। সেই সঙ্গে বাংলার রাজ্য গান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে কবিগুরুর লেখা 'বাংলার মাটি-বাংলার জল' গানটিকে। এর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে একাধিক অনুষ্ঠানে রাজ্য গান গেয়েছেন। সম্প্রতি ২৯তম চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনেও গাওয়া হয় গানটি। 'বাংলার মাটি বাংলার জল'-এ গলা মেলান খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

বাঁকুড়া, ৩১ ডিসেম্বর (হি .স.) : মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে রবিবার সকালে বাঁকুড়া শহরে পাঁচ শতাধিক শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর মিছিল শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। সকল শূন্য পদে স্বচ্ছভাবে স্থায়ী নিয়োগ, জাতীয় শিক্ষানীতি" ২০২০ এবং রাজ্য শিক্ষানীতি" ২০২৩ বাতিল, শিক্ষার বেসরকারিকরণ রোধ, বকেয়া সহ সকল মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) প্রদান, গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের টিজিটি স্কেল, গ্রন্থাগারিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন, গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি এর বঞ্চনা দূরীকরণ, বিহার - উড়িষ্যার ন্যায় প্যারা-ভোকেশনাল-আই সি টি-এন এস কিউ এফ, কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন কাঠামো সহ সরকারিভাবে স্থায়ী করন, বিনাশর্তে সকল শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের পদোন্নতি, কলেজ-ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ডব্লুবিএইচএস- এর আওতায় আনার দাবি সহ নানান দাবীতে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির ৫৩ তম রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হয়েছে বাঁকুড়া শহরের মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আজ মিউনিসিপাল হাইস্কুল থেকে শুরু হয়ে মাচানতলা থেকে রামপুর জুনবেদিয়া হয়ে আবারো মিউনিসিপাল হাইস্কুল পর্যন্ত সুদৃশ্য শোভাযাত্রা সংগঠিত হয়। শনিবার থেকে শুরু প্রতিনিধি অধিবেশন আজ শেষ হবে বলে উদ্যোক্তা দের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নীলকান্ত ঘোষ, সভাপতি উত্তম কুমার মহান্তি। এই সভায় সারা রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা থেকে সহস্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন।

ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের আত্মীয়দের ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

মুম্বই, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। শনিবার রাতে ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের একটি হ্যান্ড গ্লাভস তৈরির কারখানায় আগুন লেগে ৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে রবিবার ৬ জন শ্রমিকের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ওয়ালুজ শিল্প এলাকায় সানশাইন এন্টারপ্রাইজেস ইউনিটে শনিবার রাত ১টা নাগাদ আগুনের সূত্রপাত হয়। সেসময় ওই কারখানায় মোট ১৩ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। সাতজন ইউনিটের টিনের ছাদ ভেঙে আগুন থেকে বাঁচতে সক্ষম হলেও, ৬ জনের মৃত্যু হয়। ওই কারখানায় হ্যান্ড গ্লাভস তৈরি করা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে রবিবার একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, শিন্ডে মৃতের আত্মীয়দের প্রত্যেককে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবেন।

ভারতকে একটি কৌশলগত অর্থনীতিতে পরিণত করতে সরকার মজবুত দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের ভিত তৈরি করছে : রাজনাথ

তেজপুর (অসম), ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতকে একটি কৌশলগত অর্থনীতিতে পরিণত করতে সরকার মজবুত দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের ভিত তৈরি করছে, তেজপুরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, নতুন ভারত আর "হতে দাও, চলতে দাও" মানসিকতায় বিশ্বাস করে না। নতুন ভারত বলে, "চলো এটা করে ফেলি", এই দৃঢ় মনোভাব নিয়ে কাজ চলছে দেশে। তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা খাতে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁর মন্ত্রক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য মন্ত্রকের বিভিন্ন পদক্ষেপের তথ্য তুলে ধরে রাজনাথ সিং জোরের সঙ্গে বলেন, প্রথমবারের মতো বর্তমান সরকারের আমলে বহির্দেশ থেকে অস্ত্র আমদানিতে রাশ টানা হয়েছে।

বলেন, 'আমরা পাঁচটি ইতিবাচক স্বদেশীকরণের তালিকা জারি করেছি, যার অধীনে ৫০৯টি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে। এগুলির উৎপাদন এখন দেশীয়ভাবে করা হবে। এছাড়া আমরা প্রতিরক্ষা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এর চারটি ইতিবাচক স্বদেশীকরণ তালিকাও জারি করেছি, যার মধ্যে ৪,৬৬৬টি আইটেমকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এগুলিও আমাদের দেশে তৈরি করা হবে।'

দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ওপর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো উৎপাদন পরিসংখ্যান এক লক্ষ কোটি টাকার রেকর্ড অতিক্রম করেছে। ২০১৬-১৭ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা রফতনির মোট মূল্য ছিল ১,৫২১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ সালে ১৫,৯২০ কোটি টাকার রেকর্ড স্তরে পৌঁছে প্রায় ১০ গুণ বেড়েছে, বলেন তিনি।

প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে রাজনাথ সিং বলেন, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় বর্তমান সরকার সক্রিয়। বিশদে বর্ণনা করে বলেন, বিশ্বাসযোগ্যতার সংকটকে আস্থার সংস্কৃতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে রাজনাথ সিং বলেন, সরকার সামরিক বাহিনী সহ সকল ক্ষেত্রে নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছেন। যুদ্ধবিমান থেকে চন্দ্রযান, এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে নারীদের উপস্থিতি দেখা যায় না। দেশকে বিকশিত ভারত হিসেবে গড়তে তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, ভারতকে একটি অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তি বানানোর বিষয় মেধাবী যুবকদের ক্ষমতা ও আস্থার ওপর নির্ভর করে। তাই তরুণদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের সক্ষমতা বাড়াতে আমাদের সরকার স্টার্ট-আপ সংস্কৃতি এবং উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেমকে উন্নীত করেছে, যোগ করেন তিনি।

প্রতিরক্ষা শিল্প খাতে মন্ত্রক কর্তৃক সূচিত স্টার্ট-আপ সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করে রাজনাথ সিং বলেন, ইনোভেশন ফর ডিফেন্স এক্সিলেন্স তার সূচনা থেকে সফলভাবে উদ্ভাবনী ধারণা প্রচার করছে। তিনি বলেন, যুবাদের উদ্যোগী তৈরির জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যার জন্য দেশে আজ এক লক্ষেরও বেশি স্টার্ট-আপ রয়েছে, বলেন তিনি।

উল্লেখ্য, তেজপুরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিতে এসেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

নির্ধারিত পাঠ্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নকারী ১,৩৫৫ জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা প্রদান করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছাড়াও তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শম্ভুনাথ সিং, গজরাজ কোরের কর্পস কমান্ডার এবং বেশ কয়েকজন অসামরিক ও সামরিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সেনাকর্মীদের চিনা ভাষায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষেবা প্রসারিত করছে। গত এপ্রিল মাসে একটি বেসিক চিনা ভাষার কোর্স অফার করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চতুর্থ কর্পস-এর হেডকোয়ার্টারে সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কোর্সটি একটি মধ্যবর্তী স্তরে শোনা, কথা বলা, পড়া এবং লেখার দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

করিমগঞ্জের কটামণি মাদ্রাসায় ৭৬-তম বাৎসরিক ওয়াজ মেহফিল আগামী ২ জানুয়ারি

বাজারিছড়া (অসম), ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন কটামণি এলাকার অন্যতম ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কটামণি হুসাইনিয়া কৌমিয়া মাদ্রাসায় ৭৬-তম বাৎসরিক ওয়াজ মেহফিল অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২ জানুয়ারি।

আয়োজক কমিটির পদাধিকারী হিলাল আহমেদ এ খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, এদিন সকাল থেকে শুরু হবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি। পরের দিন মঙ্গলবার সকালে সম্পন্ন হবে মেহফিল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে পালন করতে ব্যাপক প্রস্তুতি হাতে নিয়েছেন আয়োজক মণ্ডলি।

নির্ধারিত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন আমন্ত্রিত অতিথি সর্বভারতীয় জমিয়ত উলেমার সদস্য মওলানা মাহবুব হাসান। এছাড়া মেহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন উত্তরপূর্ব ভারতের আমিরে শরীয়ত মওলানা শেখ ইয়াহিয়া। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন উত্তরপ্রদেশের জামিয়া ইসলামিয়া হাতুড়াবন্দ মুহাদ্দিস আহমদ নদবি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন যথাক্রমে হজরত মওলানা এএইচ মহম্মদ লুকমান, মওলানা হুসাইন আহমদ প্রমুখ। এছাড়া মহফিলে ওয়াজ সাহেবান হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মওলানা খলিলুর রহমান, মওলানা আবুল কাসিম, মওলানা সব্বির আহমদ প্রমুখ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইসলাম ধর্মালম্বীদের উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন আয়োজক কমিটির পক্ষে হিলাল আহমেদ ও হবিবুর রহমান।

"তেহরিক-ই-হুরিয়াত" সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকার "তেহরিক-ই-হুরিয়াত" -সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছে। বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) অধীনে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে রবিবার জানানো হয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সমর্থক এই সংগঠনটি ভারত বিরোধী প্রচারে জড়িত।

রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই তথ্য জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি লিখেছেন, """তেহরিক-ই-হুরিয়াত" সংগঠনকে জম্মু ও কাশ্মীর (টিইএইচ) ইউএপিএ-এর অধীনে একটি বেআইনি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জিরো-টলারেন্স নীতির অধীনে যেকোনও ব্যক্তি বা সংস্থাকে ভারতবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত পাওয়া গেলে অবিলম্বে সেইসব সংগঠনকে বন্ধ করা হবে। তিনি বলেন, এই সংগঠন জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে জড়িত। "তেহরিক-ই-হুরিয়াত" সংগঠন জম্মু ও কাশ্মীরের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল। সৈয়দ আলী শাহ গিলানি ২০০৪ সালের ৭ আগস্ট এই সংগঠনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্ল্যাটফর্মের কাছে যুবকের দেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য বারুইপুরে

বারুইপুর, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বারুইপুরের শাসন রোড স্টেশন এলাকায় প্ল্যাটফর্মের কাছে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার দেহ উদ্ধারের সময় গলার নলি ও হাতের শিরা কাটা ছিল। বারুইপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। কে বা কারা খুন করল তাকে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

রবিবার সকালে বারুইপুরের শাসন রোড স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাতায়াতকারীরা দেখতে পান এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তার গলার নলি এবং হাতের শিরা কাটা। ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে হইচই শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারুইপুর থানার আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। বারুইপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ওই যুবকের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, খুন করা হয়েছে তাকে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।

২০২৩ সালে ক্রিকেট দুনিয়ায় ঝড় তুলেছিল ৩ মন্তব্য

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর(হি.স.) : অক্টোবর-নভেম্বর মাসটা বিশ্বকাপ ক্রিকেট নিয়ে বুঁদ ছিলেন ক্রিকেট প্রেমীরা। তবে বিনোদনের পারদ ছড়ানো এই টুর্নামেন্টের তাল কেটেছে নানাবিধ বিতর্কিত মন্তব্যে। তেমনই তিন মন্তব্য রইলো এই প্রতিবেদনে।

হাসান রাজা:

বিশ্বকাপের সময় বল হাতে ভারতীয় বোলারদের পারফরমেন্স দেখে সহ্য হয়নি পড়শি দেশ পাকিস্তানের ক্রিকেটে বিশেষজ্ঞদের। তাঁরা নানা ভাবে শামি-বুমরাহদের কৃতিত্বকে খাটো করতে নানান কটূক্তি করেছিলেন। এই সময় পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার হাসান রাজার এক মন্তব্য নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিলো ক্রিকেট দুনিয়ায়।

সেই সময় এক টেলিভিশন চ্যানেলে রাজার হাস্যকর মন্তব্য ছিল, ভারতকে বিশেষ বল দিচ্ছে আইসিসি। যা কিনা বাড়তি সুইং করে। বলের মধ্যে থাকা 'চিপ'-এর সাহায্যে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সেই কারণেই বাকি দলগুলির চেয়ে ভালো বোলিং করতে পারছেন শামি-সিরাজ'রা। হাসান রাজার এই মন্তব্যে সেদিন হাসির রোল পড়ে গিয়েছিলো ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে। হাসান রাজার এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়েছিলেন তাদেরই কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আক্রম।

সিকান্দার বখত:

হাসান রাজার মতো পাকিস্তানের আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার সিকান্দার বখত বিশ্বকাপ চলাকালীন আরও একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন ভারতের উদ্দেশ্যে। সিকান্দার বখত একটি টেলিভিশন চ্যানেলে ভারতের দিকে টস দুর্নীতির আঙুল তোলেন। তিনি বলেছিলেন, "টসের সময় রোহিত শর্মা কয়েনটা অনেকখানি দূরে ছুঁড়ে দেন। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক অত দূরে গিয়ে আর দেখেন না আদৌ টসেক সিদ্ধান্ত দেওয়া হলো নাকি হলো না" পরে তিনি আবার নিজের মন্তব্যটা টুইটারেও শেয়ার করেন। হাসান রাজার মতো সিকান্দারের এই বক্তব্য'ও উড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরই দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আক্রম ও মিসবাহ উল হক। পাকিস্তানের জনপ্রিয় টিভি শো 'দ্য প্যাভিলিয়নে' ওয়াসিম আক্রম , মিসবাহ উল হক এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন, "পাকিস্তানের কিছু খেলোয়াড় আমাদের সাফল্য সহ্য করতে পারেন নি। তারা উদ্ভট সব অভিযোগ করেছেন। আমি মোটেই এমনটা করি না। উলটে 'দুয়া' করি সকলের সাফল্যের জন্য। আপনি যদি অন্যের সাফল্য উদযাপন করতে পারেন, আপনিই খেলোয়াড় হিসেবে উন্নতি করবেন।"

রবি শাস্ত্রী: বিশ্বকাপ চলাকালীন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও কোচ রবি শাস্ত্রীর একটি মন্তব্য ঘিরে ব্যাপক জলঘোলা হয় ভারত-পাক ক্রিকেটে। এনিয়ে দুই দেশের মধ্যে বাড়ে জটিলতা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৩৩৩৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংঘ :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৭৬৫১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৫৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন :** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : অগ্নীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৯৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায়মূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৩০০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৪৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮০০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৩৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ট্রাক চালকদের বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ ডানকুনি

ডানকুনি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রের নয়া পরিবহণ আইনের প্রতিবাদে ট্রাক চালকদের বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ডানকুনিতে। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন তাঁরা। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ট্রাক চালকরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে লাঠিচার্জ করতেও বাধ্য হয় পুলিশ। বেশ কয়েকজন ট্রাকচালককে আটকও করা হয়। ব্যাপক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় এলাকায়। এদিকে, দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় গাড়িয়ে আটকে থাকায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের নয়া পরিবহণ নীতিতে 'হিট অ্যান্ড রানে'র ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তাতে অভিযুক্ত চালকের ১০ বছরের জেল ও সাত লক্ষ টাকা জরিমানা হবে শাস্তিস্বরূপ। আগে এই অভিযোগে জামিনযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হত। অভিযুক্ত চালক তদন্তে সহযোগিতা করলে বিশেষ ছাড়ও দেওয়া হত। কিন্তু এখন জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হবে। দুর্ঘটনার প্রবণতা কমাতেই এই ধরনের উদ্যোগ কেন্দ্রের। কিন্তু কেন্দ্রের এই নয়া পরিবহণ আইনের প্রতিবাদে রবিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে ডানকুনিতে ট্রাক চালকরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। হাজার হাজার ট্রাক চালক রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। দীর্ঘক্ষণ ধরে আটকে থাকে বহু গাড়ি। বেলা ১টার কিছু সময় আগে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। প্রথমে ট্রাক চালকদের অবরোধ তুলে নিতে বলে। কিন্তু ট্রাক চালকরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। লাঠিচার্জ শুরু করে বিক্ষোভ তুলে দেয় পুলিশ। বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ।

পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী অবশ্য ট্রাক চালকদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করছেন। তাঁর বক্তব্য, "কেন্দ্রের এই আইন স্বৈরাচারী অত্যাচার। আইনের মাধ্যমেই অত্যাচার। আইনে রয়েছে হিট অ্যান্ড রানের ক্ষেত্রে চালকদের ১০ বছরের দেশ ও সাত লক্ষ টাকার জরিমানা। দেশে যে আইন রয়েছে, তা মানুষের জন্যই। কিন্তু সেই আইনকে সমর্থন করি না, যাতে মানুষের ওপর অত্যাচার নেমে আসে। রোড সেফটির জন্য আমরাও প্রচুর কিছু করেছি। যাতে দুর্ঘটনা কমে। কেবল বড় বড় শাস্তি দিয়ে দিলাম, তাহলেই সব হয়ে গেল, তেমনটা নয়।"

মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে কামদুনি মামলার শুনানি, দিল্লি যাচ্ছেন মৌসুমীরা

কলকাতা, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : আগামী ২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে কামদুনি মামলার শুনানি। তার আগে আজ দিল্লি যাচ্ছে কামদুনি নির্যাতিতার পরিবার। রবিবার কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দিল্লি যাচ্ছেন প্রতিবাদী মৌসুমী কয়াল।

কামদুনি মামলায় হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার। বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাইয়ের এজলাসে মামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। রাজ্য কামদুনি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়েছে। তবে গত অক্টোবরেই শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, শুনানি না করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। এই অবস্থায় শীর্ষ আদালতের রায়ের দিকে তাকিয়ে নির্যাতিতার পরিবার।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে কামদুনির গণধর্ষণকাণ্ড গোটা রাজ্য তোলপাড় করে দিয়েছিল। ঘটনায় অভিযুক্তদের ফাঁসির সাজার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু পরে অভিযুক্তদের তরফে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করা হয়। সেখানে দোষী সাব্যস্ত হয় সইফুল আলি এবং আনসার আলি। আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। এক ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আমিন আলিকে বেকসুর খালাস করা হয়। পাশাপাশি বাকি তিন সাজাপ্রাপ্ত ইমানুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম এবং ভোলানাথ নস্করের সাজা লঘু হয়। তাদের নিম্ন আদালত আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল। যেহেতু তাদের ১০ বছর সাজা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সাজা মকুব করে ডিভিশন বেঞ্চ।

হাইকোর্টের এই নির্দেশ মেনে নিতে পারেনি নির্যাতিতার পরিবার-প্রতিবাদীরা। মেনে নেয়নি রাজ্যও। রাজ্য হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়। -

কেরলে স্ত্রীকে খুন করে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

কোচি, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : কেরলের এর্নাকুলাম জেলায় স্ত্রীকে খুন করে আত্মহত্যা করেছেন এক ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সকালে এর্নাকুলাম জেলার পিরাভমে একজন ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেছেন।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি এই কাজ করার আগে তাঁর দুই মেয়ের ওপরেও হামলা চালায়। আহত অবস্থায় দুই মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও তাঁদের অবস্থা অতটাও গুরুতর নয়। আহত কন্যাদের মধ্যে একজন তাদের প্রতিবেশীদের কাছে ঘটনাটি জানালে মর্মান্তিক এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে

নয়াদিল্লি, ৩১ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে রবিবারও শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। শৈত্যপ্রবাহের কারণে কাশ্মীর উপত্যকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কয়েক ডিগ্রি নীচে রয়েছে। জম্মুর সমতল ও পাহাড়ি এলাকায় রবিবার সকালের কুয়াশার ফলে মানুষজন বিশেষ করে গাড়ির চালকদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এদিকে শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে মাইনাস ৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অনন্তনাগ জেলার পাহালগামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বারামুল্লার বিখ্যাত গুলমার্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কাজিগুন্ডে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোকারনাগে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কুপওয়ারায় মাইনাস ৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শ্রীনগরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ডিসেম্বরের বাকি দিনে কিছু তুষারপাত এবং বৃষ্টিপাত হয়েছিল যারফলে অনেকদিন ধরে শৈত্যপ্রবাহ পরিস্থিতি রয়েছে।

লখনউতে যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে "মন কি বাত" শুনলেন নাড্ডা

লখনউ, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার লখনউ শহরে একসঙ্গে "মন কি বাত" -এর অনুষ্ঠান শোনেন।

রবিবার লখনউয়ের ট্রান্সপোর্ট নগরের একটি হোটেলে উভয় নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত"-এর ১০৮-তম পর্ব শোনেন। সেসময় যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বিজেপি সভাপতি ভূপেন্দ্র সিং চৌধুরী, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সংগঠন ধর্মপাল সিং, অন্যান্য রাজ্যের আধিকারিক, বিধায়ক এবং দলের কর্মীরা। রবিবার নাড্ডা বিমানবন্দরে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানান, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও অন্যান্য নেতারা।

বৃষ্টি আইনে হেরে সিরিজ জয় হাতছাড়া হল বাংলাদেশের

মাউন্ট মঙ্গানুই, ৩১ ডিসেম্বর(হি.স.) : হার দিয়ে বাংলাদেশের শেষ হল ২০২৩ সাল। আজ বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ইতিহাস গড়ে সিরিজ জেতা। কিন্তু সেটি হল না। শেষ ম্যাচ বৃষ্টি আইনে হেরে গেল বাংলাদেশ,সেই সঙ্গে সিরিজ জয়ও হাতছাড়া হল।

রবিবার (৩১ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে টস জিতে নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে ব্যাট করতে পাঠায়।১৯.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১১০ রানে শেষ হয় বাংলাদেশের ইনিংস। এরপরে ১৪.৪ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৯৫ রান তুলে নিউজিল্যান্ড এবং তখনই শুরু হয় বৃষ্টি। পরে ডিএলএস পদ্ধতিতে ১৭ রানে জয় পায় কিউইরা।

বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন শান্ত ১৭, হৃদয় ১৬ ও আফিফ ১৪। আর নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক ৪ উইকেট নেন স্যান্টনার।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক রান করেন অ্যালেন ৩৮, ও নিশাম ২৮। বাংলাদেশের সর্বাধিক ২ উইকেট নেন শরিফুল।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ : মিচেল স্যান্টনার ও ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছেন শরিফুল ইসলাম।

ডিসেম্বরের শেষদিনেও ঠান্ডার আকাল, জেলা জুড়ে কুয়াশার চাদর

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে শীতের দাপট কমেছে উত্তর ভারতে। সেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝারই জেরে দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৭ দিনেও শীত ফেরার আশা নেই। উল্টে রাতের তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেলা জুড়ে ঢেকেছে কুয়াশার চাদর।

কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা চলতি সময়ের স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ডিগ্রি বেশি। তবে সকালের দিকে কনকনে হাওয়ার দাপট ছিল। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে উত্তুরে হাওয়ার দোসর হয়েছে কুয়াশাও। কুয়াশা রয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতেও।

আবহাওয়া অফিস বলছে, রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে যা ১ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৪৯ শতাংশ।

বছরের শেষ দিন ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে পুরুলিয়া। ভোর থেকেই জেলার প্রায় সব জায়গায় কুয়াশার চাদর। ঘন কুয়াশার কারণে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হয়। কুয়াশায় ট্রেনের গতিও এদিন কম। প্রায় ২০ মিনিট দেরি করে চলছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এদিন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়েছে। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর দুই শহরই ঢাকা কুয়াশায়। দৃশ্যমানতা কম থাকায় এদিন ট্রেন ও যানবাহন চলাচলের গতি ছিল তুলনায় কম। এক ধাক্কায় ২ ডিগ্রি নেমেছে পারদ। ১০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বছরের শেষদিনে জাঁকিয়ে শীত পড়ায় জবুথবু গোটা জেলা।

অন্যদিকে, ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে ডুয়ার্স। ঠান্ডায় জবুথবু ডুয়ার্সবাসী। পারদ ১১ ডিগ্রিতে নেমেছে। বর্ষশেষের উন্মাদনায় মেতে পর্যটকরা। কুয়াশাচ্ছন্ন জাতীয় সড়ক থেকে রাজ্য সড়ক, রেললাইন। জলপাইগুড়িতেও কনকনে ঠান্ডা। বইছে উত্তুরে হাওয়া। ডিসেম্বরের শুরু থেকে জলপাইগুড়িতে তাপমাত্রা তেমন নামেনি। শনিবার বিকেলের পর থেকে আবহাওয়া বদল।

পুলিশের উদ্যোগে ম্যারাথনের আয়োজন বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে বালুরঘাটে ম্যারাথনের আয়োজন করা হল। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচিকে সামনে রেখে রবিবার সকালে বালুরঘাট স্টেডিয়াম চত্বর থেকে এই ম্যারাথনের শুভ সূচনা করা হয়। এয়ার গান ফাটিয়ে দৌড়ে শুভ সূচনা করেন মালদা রেঞ্জের ডিআইজি প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

এদিনের ম্যারাথনে প্রায় ১৫০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। মোট দশ কিলোমিটার ম্যারাথন জয়ীদের পুরস্কৃত করবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ। পাশাপাশি পুরুষদের মধ্যে প্রথমকে ২৫ হাজার, দ্বিতীয়কে ১৫ হাজার টাকা ও তৃতীয়কে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ঠিক একই ভাবে মহিলা বিভাগের প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে।

পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিককে আয়করের নোটিস

পূর্ব মেদিনীপুর, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিককে আয়কর দফতরের নোটিশ। আগামী ৮ জানুয়ারি দুপুর ১২টার মধ্যে আয়কর ভবনে তাঁকে হাজির হতে বলা হয়েছে। যদিও উত্তম বারিক জানান, এখনও কোনও নোটিস তাঁর হাতে আসেনি।

সূত্রের খবর, বিধায়ক উত্তম বারিকের আয়কর রিটার্ন জমার ক্ষেত্রে কিছু গরমিল পেয়েছে আয়কর দফতর। তাই তলব করা হয়েছে তাঁকে। তিনি নিজে হাজির থাকতে পারেন। আবার আইনজীবীও সমস্ত নথি নিয়ে যেতে পারেন। সূত্রের খবর, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত আইটি রিটার্ন সংক্রান্ত কিছু গোলমাল রয়েছে। তিন বছর বিধায়ক তা জমা দেননি বলেই খবর। বিধায়ক কী ব্যবস্থা করেন, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। যদিও বিধায়কের দাবি নোটিস পেলে আইন মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

"মন কি বাত"-এর ১০৮-তম পর্বে দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ডিসেম্বর (হি.স.) : "মন কি বাত"-এর ১০৮-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী রবিবার তাঁর রেডিও অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এর ১০৮ তম পর্বে দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভকামনা জানিয়েছেন।

শুভকামনা জানিয়ে তিনি বলেন, একটি জপমালার ১০৮টি পুঁতির মতো এই পর্বটিও তাঁর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ভারত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। এটি উন্নত ভারতের চেতনায় পরিপূর্ণ। ভারতের আত্মনির্ভরশীলতার অনুভূতি আছে। ২০২৪ সালেও আমাদের একই চেতনা ও গতি বজায় রাখতে হবে। "মন কি বাত" -এ তিনি যে বার্তা পেয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদশ্রী সকলকে ধন্যবাদ জানান। গত বছরে দেশের খেলোয়াড় ও শিল্পীদের সাফল্যের কথাও তিনি এদিন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ভারতের সম্ভাবনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং আমাদের এঁদের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ভারতে যে "ইনোভেশন হাব" তৈরি হচ্ছে তা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা থামছি না।

বিজেপির মিথ্যাই সবচেয়ে শক্তিশালী : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : বিজেপির মিথ্যাই সবচেয়ে শক্তিশালী, রবিবার এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সমালোচনা করেছেন তিনি।

তাঁর অভিযোগ যে 'বিজেপির মিথ্যাই সবচেয়ে শক্তিশালী'। তিনি এদিন সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, "নরেন্দ্র মোদী জি, আজ ২০২৩ সালের শেষ দিন। আপনি বলেছিলেন যে ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক কৃষকের আয় দ্বিগুণ হবে।"

মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বুধবার গঙ্গাসাগরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলা শুরুর পাঁচ দিন আগে ৩ জানুয়ারি সাগরদ্বীপে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিতে পারেন মমতা।

'গঙ্গাসাগর দেশের সবচেয়ে বড় মেলা',। মেলা শুরু হতে আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি, তাই সাগরে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সেই মহাযজ্ঞে যাতে পুণ্যার্থীদের কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে সবরকম উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। পুণ্যার্থীদের জন্য সব ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে প্রতি বছরই সাগরে যান মমতা। ব্যতিক্রম হবে না এ বছরও। মেলা শুরুর পাঁচ দিন আগে ৩ জানুয়ারি সাগরদ্বীপে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিতে পারেন মমতা।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগেই জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা সাগর পর্যবেক্ষণে যাবেন। গত বুধবারই মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে নবান্নে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ১৫ মন্ত্রী। ১৮ দফতরের শীর্ষ আধিকারিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনও। সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী জানান, গঙ্গাসাগর ভারতের সবচেয়ে বড় মেলা। অন্তত ৪০ লক্ষ মানুষের সমাগম হবে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, মেলায় যোগাযোগ থেকে নিরাপত্তা সব বন্দোবস্ত করা হবে। প্রতিদিন ১৫-১৬টি অতিরিক্ত বাস চলবে। সবমিলিয়ে ২ হাজার ২৫০টি সরকারি বাস যাতায়াত করবে। চলবে অতিরিক্ত ৬৬টি ট্রেন। থাকছে অতিরিক্ত লঞ্চের ব্যবস্থাও। ২২টি জেটিকে মজবুত করা হয়েছে। শুধু যাতায়াতের ব্যবস্থা নয়, মেলার নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত সিসিটিভির ব্যবস্থা থাকছে। ১ হাজার ১৫০টি সিসিটিভি থাকবে মেলা প্রাঙ্গনে। থাকছে জিপিএস ও স্যাটেলাইট ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থা। শুধু যন্ত্রের মাধ্যমে নজরদারি নয়, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মেলায় থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশ। ২ হাজার ৪০০ জন সিভিল ডিফেন্সের কর্মী। প্রচুর সিভিক ভলান্টিয়ারও।

লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যজুড়ে রহস্যময় পোস্টার

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.): 'বাংলায় বিকল্প রাজনীতি' লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য জুড়ে পড়ল এই পোস্টার রহস্য উস্কেরক্ষ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্র ছেয়ে গেছে এইনাম-গোত্রহীন পোস্টার। কে, কী উদ্দেশ্যে এই পোস্টার সাঁটিয়েছে বছর শেষের দিনে তা অজানা।

রবিবার সকালে দেখা যায় কলকাতার গড়িয়াহাট, রবীন্দ্র সদন, শ্যামবাজারের মতো এলাকায় এই পোস্টার পড়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সদরদফতর বিধানভবনের সামনেও এই পোস্টার সাঁটানো হয়। এমনকী, কোচবিহারের মাথাভাঙার বাজারেও এই পোস্টার চোখে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবে লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 'বিকল্প রাজনীতি' চেয়ে পোস্টার পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনা পরম্পরায় স্বাভাবিকভাবেই লোকসভা ভোটের আগে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে কি চব্বিশে লোকসভার লড়াইয়ের আগে রাজনীতির নতুন মঞ্চ দেখবে রাজ্য ?

বিশিষ্ট সমাজসেবকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী সাইয়ের

মুম্বই, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই বিশিষ্ট সমাজসেবক ড. মহাদেব প্রসাদ শর্মার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী সাই ড. মহাদেব প্রসাদ শর্মার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিপ্লবীদের মন্দিরকে

● আটের পাতার পর

ভবন। পরে সেই ভবন সম্প্রসারিত হলেও অনেকে অভিযোগ করেন বেশির ভাগ সময় এটি বন্ধ থাকে। সংস্থার সহ সভাপতি এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা ডঃ সত্যব্রত চক্রবর্তী এদিন তাঁর ভাষণে বলেন, চায়ের দোকানে ভবন ঢাকা পড়ে আছে। আর সপ্তাহে চার দিন তালাবন্ধ হয়ে থাকে। তাই সংস্থার পক্ষে স্থানীয় স্তরে প্রচার পাওয়া মুস্কিল। ভালবেসে শ্রম গ্রহণ করতে পারলে সংস্থাকে উজ্জীবিত করা কিছুটা সহজসাধ্য হবে। সংস্থার একটি নিজস্ব পতাকা তৈরির প্রস্তাব দেন।

এজিএম-এ অংশ নেন সংস্থার বেশ কিছু সদস্য। সংস্থার অন্যতম কর্মকর্তা অরূপ রায় চট্টগ্রামের বিপ্লবের দীর্ঘ ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে পুরনো বিভিন্ন নানা সাময়িকী ১৯৮১ থেকে ১৯৯০, ১৯২০০০ পর্যন্ত, ২০০০-২০১০ পর্যন্ত তিন খণ্ডে তুলে দেন সংস্থার সভাপতি লীলা পুরকায়স্থের হাতে। ২০১০ থেকে পরবর্তী সমকালের সাময়িকীর বাঁধানো সংকলন শীঘ্রই সংস্থাকে দেবেন বলে জানান অরূপবাবু। সংস্থার শহিদ টেগরা হলে বিপ্লবী গ্যালারি, সূর্য সেন মঞ্চের আধুনিকীকরণ, গ্রন্থাগারের ডিজিটাইজেশন প্রভৃতির আলোচনাও হয় এদিনের সভায়।

ভুয়ো অ্যাম্বুলেন্স

● প্রথম পাতার পর

বলে জানিয়েছেন। এদিকে, পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে। তাতে একের পর এক সাফল্য আসছে।

এবারে সিধাই থানাধীন কাটাছড়া ও মনতলা এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এই গাঁজা বিরোধী অভিযানে ব্যাপক সংখ্যক গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মোহনপুরে এসডিপিও বিজয় সেন।

পুলিশ টিএসআর এবং অন্যান্য বাহিনী যৌথভাবে এই এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়েছে। দুই গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল গাঁজা বাগান। পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে এই এলাকায় গাঁজা বাগান গড়ে উঠেছে। সেই খবরের ভিত্তিতে এই এলাকাতে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই অভিযানে এদিন সব গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে পুলিশ।

বধূর অস্বাভাবিক

● প্রথম পাতার পর

মানতে পারছেনা তার পরিবার পরিজন এমনকি প্রকাশ নগরের অনামিকার শ্বশুর বাড়ীর এলাকার মানুষ, এটা খুন না আত্মহত্যা এই নিয়ে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে, এইদিকে রাজনগর হাসপাতাল থেকে অনামিকার মৃতদেহ নিহারনগর হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়, তদন্ত শেষে অনামিকা পালের মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় , পুলিশ প্রাথমিক ভাবে একটি ইউ ডি মামলা গ্রহন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে, পুলিশ ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনামিকার স্বামী শ্বশুড় শাশুড়ি এবং তার এক দেবরকে থানায় নিয়ে আসে, গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজনগরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, অনামিকার পরিবারের অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুড় বাড়ীর লোকজন তাদের মেয়েকে খুন করেছে তাই তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তক্রমে দোষিদের কঠোর শাস্তির দাবি করেন এবং মেয়ের মৃত্যুর ঘটনা জানিয়ে থানায় মামলা দায়ের করবেন,গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ক্রীড়াঙ্গন

রবিবার আগরতলা পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে রাজধানীতে এক ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

আগরতলা পাবলিক স্কুল আয়োজিত ম্যারাথনে সেরা সৌরভ, লক্ষ্মী রাণী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। সেরা হলো সৌরভ হোসেন এবং লক্ষ্মী রাণী দেববর্মা। আগরতলা পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রাইজমানি ম্যারাথন প্রতিযোগিতায়। পুরাতন আগরতলা ব্লকের সামনে থেকে বালকদের ৬ কি মি এবং বালিকাদের ৫ কিমি দৌড় হয়। বালক ইব
বিভাগে অংশ নেয় ৪২ জন অ্যাথলিট।
তাতে প্রথম ৭ টি স্থান দখল করে যথাক্রমে সাইয়ের সৌরভ হোসেন, রাণীরবাজার প্লে সেন্টারের মোবারক হোসেন, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের আকাশ নাথ,নবগ্রামের আকাশ বর্মন, সাইয়ের প্রীতম দে, রাণীরবাজার প্লে সেন্টারের তনয় ভৌমিক এবং এ ডি নগর কোচিং সেন্টারের নিশান্ত মজুমদার। বালিকা বিভাগে অংশ নেয় ২৩ জন অ্যাথলিট। তাতে প্রথম ৭ টি স্থান দখল করে যথাক্রমে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের লক্ষ্মীরাণী দেববর্মা, সাইয়ের অনামিকা দেবনাথ, ড: বি আর আম্বেদকর সেন্টারের অন্তরা ঘোষ, রাণীরবাজার প্লে সেন্টারের অর্জিতা সাহা, সাইযের ঝুলন রাণী দাস, সাইযের মৌমিতা শীল এবং এ ডি নগর সি সি-র জয়শ্রী সাহা। আসর শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারন্যান বিশ্বজিৎ শীল, সমাজসেবক অমিত নন্দী এবং মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে স্বর্ণপদক জয়ী মিতালী দেবনাথ। আসরের দুই বিভাগের সেরা অ্যাথলিট পেয়েছে প্রাইজমানি বাবদ ৪ হাজার টাকা।
প্রতি বিভাগের ৭ জন করে অ্যাথলিটকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিলোনিয়ায় অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে বিদ্যাপীঠকে হারিয়ে আমজাদনগর সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। দুরন্ত আকাশ হোসেন। ব্যাট হাতে করলো ঝড়ো অর্ধশতরান। আকাশের কাঁধে ভর দিয়েই মহকুমার সেরা হলো আমজাদনগর স্কুল। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ ছোটদের ক্রিকেটে। রবিবার আমজাদনগর মাঠে হয় খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আমজাদনগর নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান করে। দলের পক্ষে আকাশ হুসেন ৬৪ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে রহিদ মিঁয়া ২৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, আজাদ মিঁয়া ৯২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং জয়দেব মজুমদার ৪৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। জবাবে খেলতে নেমে বিদ্যাপীঠ স্কুল ৮৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দীপ্তনু পাল ৪৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং দেবজিৎ ভৌমিক ৩৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। আমজাদনগর স্কুলের পক্ষে আজাও মিঁয়া ৮ রানে ৩ টি, আকাশ হুসেন ৫ রানে এবং জয়দেব মজুমদার ২০ রানে ২ টি উইকেট দখল করে।

কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফির জন্য ত্রিপুরা দল ঘোষিত, নেতৃত্বে সেন্টু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। ঘোষিত হলো ত্রিপুরা দল। অনূর্ধ-২৩ কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটের জন্য আসরের প্রথম দুটি ম্যাচের জন্য ঘোষনা করা হলো রাজ্যদল। ৭-১০ জানুয়ারি ঘরের মাঠে প্রথম প্রতিপক্ষ চন্ডিগড় এবং ১৪-১৭ জানুয়ারি মোহালিতে ত্রিপুরা খেলবে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচে অংশ নিতে ২০ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষনা করা হয়েছে। আসরে ত্রিপুরাকে নেতৃত্বে দেবেন সেন্টু সরকার। ডেপুটি হিসাবে থাকবেন সন্দীপ সরকার। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের শুক্রবার দুপুর ২ টায় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে রিপোর্ট করার জন্য টি সি এ-র ভারপ্রাপ্ত সচিব জয়ন্ত দে বলেছেন। ঘোষিত দল: ঋতুরাজ ঘোষ রায়, আরমান হুসেন, সেন্টু সরকার (অধিনায়ক), আনন্দ ভৌমিক, অরিন্দম বর্মন, রোহিত ঘোষ, সাহিল সুলতান, চন্দন রায়, সন্দীপ সরকার (সহ অধিনায়ক), দীপ্তনু চক্রবর্তী, বিজয় বিশ্বাস, কাজল সূত্রধর, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, অভিজিৎ দেববর্মা, অর্কজিৎ দাস, দেবরাজ দে, দীপেন বিশ্বাস, অমিত আলি, দুর্লব রায়, রিয়াজ উদ্দিন। স্ট্যান্ডবাই: স্বরব সাহানি, শচীন শর্মা, রাজদীপ দত্ত, শুভম সূত্রধর, তন্ময় দাস, রিব্রজিৎ দাস এবং পামীর দেবনাথ। কোচ: বিশ্বজিৎ পাল,লিয়াকত আলি খান, সহকারি কোচ: বিশ্বজিৎ দে, ফিজিও: রাজন চৌধুরি, ট্রেণার: রাকেশ প্যাটেল, ম্যানেজার কাম অবজারভার: আশিষ ভট্টাচার্য।

মহিলা অনূর্ধ-২৩ এক দিবসীয় ক্রিকেটের জন্য শিবিরে ২৫ জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে অনূর্ধ-২৩ মহিলাদের শিবির পুনরায় শুরু হচ্ছে। এবার বিসিসিআই আয়োজিত একদিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্য। শিবিরে ফের ২৫ জনকে ডাকা হয়েছে। খেলোয়াড়রা রিপোর্ট করবে ৩০ ডিসেম্বর বিকেল চারটায়। বিসিসিআই আয়োজিত আসন্ন জাতীয় অনূর্ধ ২৩ মহিলা একদিনের সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৩-২৪ এর জন্য ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি চলবে। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত রাজ্য দল গঠন করা হবে। এই ফিটনেস ক্যাম্পের জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট সম্ভাব্য রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন।

বছরের শেষ দিনে আরও একটা প্রীতি ম্যাচে সময় কাটালো জেআরসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। বছরের শেষ দিন। রবিবাসরীয় ছুটির আমেজ। সাংবাদিক ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া দল জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব আজ, আরও একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ খেলে নিয়েছে। অপর দল প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির টিচার্স একাদশ। ভোলাগিরি মাঠে খেলা শুরুতে টস জিতে জেআরসি-র অধিনায়ক প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে পিভিএম-কে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা প্রীতি ক্রিকেটের ছলে অনেকটা লড়াকু মেজাজি খেলা তথা পেশাদারিত্বের আশ্রয় নেয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জেআরসি টি-টোয়েন্টি আদলে প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে মোক্ষম জবাব দিতে সক্ষম হয়। খেলা শেষে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে জেআরসি-র সভাপতি, ম্যাচ পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী আম্পায়ারবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রবিবার ১২৪ ব্যটেলিয়ান সিআরপিএফ জওয়ানদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

পৃথক যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া / বিলোনীয়া ৩১ ডিসেম্বর।। দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত একজন। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সাতসকালে বড়মুড়া ইকোপার্ক সংলগ্ন এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় গাড়ির চালককে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ সকালে আগরতলা থেকে টিআর০১-এজে-১৮৪৭ নম্বরের একটি ট্রিপার গাড়ী কল্যানপুরের দিকে যাওয়ার পথে উল্টো দিক থেকে আসা একটি এসএমএল গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে এসএমএল গাড়ির চালক লক্ষন লাল তরুয়া গুরুতর আহত হয়। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন লক্ষনের একটি পা ভেঙে গেছে। তারপরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর জিবিপি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।
এদিকে, বিলোনীয়া মহকুমায় পথ দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে ইংরেজি বর্ষের শেষ দিন দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মারাত্তক আহত দুই ব্যাক্তি জানাগেছে রবিবার সকালে জয়কাতপুর নিজ বাড়ী থেকে বিলোনীয়া আসছিল প্রদীপ শীল নামে এক ব্যাক্তি আর শান্তির বাজার থেকে নিজের বাইকে করে আসছিল দ্বীপজয় সেন নামে এক ব্যাক্তি, দুটি বাইক বিলোনীয়া কলেজ স্কয়ার রাস্তায় মুখোমুখি সংঘর্ষ পরে এতে দুই বাইক চালক প্রদীপ শীল ও দ্বীপজয় সেন রাস্তায় ছিটকে পরে যায় এবং উভয়ই মারাত্তক ভাবে আহত হয় ,খবর পেয়ে বিলোনীয়ার দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহত প্রদীপ শীলকে বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে অপর আহত ব্যাক্তি দ্বীপজয় সেনকে স্থানীয় মানুষ প্রথমেই বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে বলে খবর , দুইজনই বিলোনীয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানাগেছে।

সরকারি উদ্যোগে কৃষকদের থেকে ধান ক্রয়ে উপকৃত কল্যাণপুরের কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩১ ডিসেম্বর ।। সরকারি সহায়ক মূল্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ধান ক্রয় অব্যাহত রয়েছে। এরাজ্যে বিজেপি, আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারি ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম ঘিলাতলীতে কৃষকদের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে ধান বিক্রয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকরা সকাল থেকেই নিজেদের ধান নিয়ে দাওছড়া বাজারে উপস্থিত হয়েছে আজ।
সরকারের এই ধান ক্রয় প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য তথা ত্রিপুরা তপশিলি জাতি উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান পিনাকী দাস চৌধুরী দাবি করেন এই ঘটনা প্রমাণ করে বর্তমান সময়ের সরকার কতটা কৃষক বান্ধব।
তিনি আশা প্রকাশ করেন এই উদ্যোগের ফলে গোটা রাজ্যের সাথে সাথে কল্যাণপুরের কৃষকরাও দারুন ভাবে উপকৃত হবেন।
পাশাপাশি বিধায়ক শ্রী দাস চৌধুরী এই উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার, খাদ্য দপ্তর সহ কৃষি দপ্তরের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং যে সমস্ত কৃষকেরা সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে সরকারের কাছে ধান বিক্রয় করতে সম্মত হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।
এই পর্বে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল, কল্যাণপুর ব্লকের আতমা গ্রুপের চেয়ারম্যান জীবন দেবনাথ, খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক শুভঙ্কর চৌধুরী প্রমুখ।
উল্লেখ্য পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাওছড়ার এই ধান ক্রয় কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে ধান বিক্রয় করার জন্য সকাল থেকেই দাউছড়া সহ সন্নিহিত বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের মধ্যে তৎপরতা লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়।

বিধায়কের হাত ধরে পাবিয়াছড়ায় বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩১ ডিসেম্বর ।। রবিবার পাবিয়াছড়া বিধানসভার অন্তর্গত বেতছড়া বাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির এক প্রকাশ্য জনসভা। এদিনের জনসভায় বিধায়কের হাত ধরে বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপি দলের পতাকা তলে সামিল হয়েছেন বেশ কয়েকজন ভোটার। এদিন জনসভার মধ্য দিয়ে বিজেপি দলে যোগ দেন ১২৫ জনভোটার যোগ দিয়েছেন। পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাসের হাত ধরে বিগত দিনের কংগ্রেস এবং সিপিআইএমের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কর্মীরা এদিন বিজেপি দলে যুক্ত হয়েছেন । ৫০০ এর অধিক কর্মী সমর্থকের উপস্থিতিতে এই জনসভায় প্রধান বক্তা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস আলোচনা রাখতে গিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং সংগঠনের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিরোধীদলের কর্মীদের তিনি এদিন আহ্বান করেন বিভিন্ন দল ছেড়ে তারা যেন বিজেপি দলে যোগদান করেন।

খর বোঝাই গাড়িতে অগ্নিকান্ডে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ৩১ ডিসেম্বর ।। আচমকাই খর বোঝাই গাড়িতে অগ্নিকান্ডে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে আজ জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত টাকারজলা পাইলাভাঙ্গা এলাকায়। এদিন দুপুরে একটি খর বোঝাই গাড়ী রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই ওই খর বোঝাই গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। এতে ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তেই।
তড়িঘড়ি স্থানীয়রা গাড়িটিতে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা চালায়।
স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সঠিক সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনা হলে বড় ধরণের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে ধারণা স্থানীয়দের।

নিজ বিধানসভা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের গুণগতমান পরিদর্শনে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ী, ৩১ ডিসেম্বর ।। কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের রাস্তার নির্মান কাজের গুনগতমানের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া।
উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে কোনোপ্রকার দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেননা মন্ত্রী। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার নিজ বিধানসভায় উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মধ্যে কোয়াইফাং শ্রীকান্তবাড়ী এডিসি ভিলেজের শ্রীকান্তবাড়ী থেকে কায়ারাম পাড়া ভায়া কষ্টরায় পাড়ার লোকজনদের যাতায়তের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা নির্মানের কাজ শুরু করা হয়। এই কাজের শুরুতে কাজের গুনগতমান নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে কাজের চিত্র ফুটে উঠাতে বিষয়টি মন্ত্রীর নজরে আসে।
আজ নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্পে রাস্তার নির্মানের কাজ পরিদর্শনে ছুটে যান মন্ত্রী। সেখানে গিয়ে কাজের গুনগতমান যাচাই করেন ও কাজটি নিম্নমানের হবার কারনে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
মন্ত্রী বলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাবেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। এই কাজের গুনগতমান নিয়ে ঠিকেদারের কাছে জানতে চাইলে তিনি মন্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে জানান তিনি বিগত কিছুদিন অসুস্থতার জন্য কাজটি পরিদর্শন করতে পারেননি।
অপর একজনকে কাজের দায়িত্ব দেওয়াতে কাজের গুনগতমান নিম্নমানের হয়েছে।
ঠিকেদার জানান আগামীকাল থেকে তিনি কাজের গুনগতমান বজায় রেখে রাস্তাটি নির্মান করে দেবেন। মন্ত্রীর আজকের এই পরিদর্শনে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ সহ অন্যান্যরা।

নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে বিলেতি মদ সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মনুবাজার, ৩১ ডিসেম্বর ।। মনুবাজার থানা এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অধিক রাতে এক নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোট ১৪৮ বোতল বিলেতি মদ সহ আটক করেছে শ্রীনগর ফাঁড়ি থানার পুলিশ। এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন সাব্রুম মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল দত্ত সহ মনুবাজার থানার ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক ও শ্রীনগর ফাঁড়ি থানার ওসি অরিন্দম রায়। এই বিষয়ে মনুবাজার থানার ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক জানিয়েছেন শনিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শ্রীনগর ফাঁড়ি থানার ওসি অরিন্দম রায় জানতে পারেন শ্রীনগর এলাকার কোন এক স্থানে বেশকিছু পরিমাণ বিলেতি মদ মজুত করা হয়েছে বিক্রির জন্য। খবর পেয়ে শ্রীনগর ফাঁড়ি থানার ওসি তৎক্ষনাৎ বিষয়টি সাব্রুম মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের গোচরে নিলে ঐ রাতেই তিনি মনুবাজার ও শ্রীনগর ফাঁড়ি থানাকে নিয়ে অভিযানে নামেন এবং অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোট ১৪৮ বোতল বিলেতি মদ উদ্ধার করে এবং এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে রাখাল দেবনাথ নামে এক ব্যাক্তিকে আটক করা হয়। পাশাপাশি এ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে আরো দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা নেয় পুলিশ। তিনি আরো জানান নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এধরণের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে। প্রসঙ্গত শ্রীনগর এলাকা জুড়ে নেশা সামগ্রীর রমরমা ও সন্ধ্যার পর নেশাখোরদের উদ্দাম নিত্যের অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। তবে মানসম্মানের কথা মাথায় রেখে এতদিন পর্যন্ত প্রকাশ্যে কেউ মুখ না খুল্লেও বছরের শেষ বেলায় পুলিশের এই নেশা বিরোধী অভিযানে কিছুটা হলেও খুশী শ্রীনগর এলাকায় মানুষ।

ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মোহন ভাগবত, দেখা করলেন বিক্রম ঘোষের সঙ্গেও

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ সফরে রবিবার অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত। এদিন তিনি যান তবলাবাদক বিক্রম ঘোষের বাড়িতেও। যা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হলেও সঙ্ঘের মতে এটা রুটিন প্রক্রিয়া।
দু'দিনের সফরে শনিবারই কলকাতায় এসেছেন সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত। শনিবার রাতে রাজ্যের একসময়ের মন্ত্রী তথা প্রাক্তন সিবিআই অধিকর্তা উপেন বিশ্বাস ও এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের বাড়ি যান তিনি। রবিবার সাতসকালে তিনি যান ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। এর পর আজ সংঘের সমন্বয় বৈঠকেও যোগ দেবেন ভাগবত। তাতে সংঘের সব শাখার প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিজেপি নেতারাও থাকবেন।
ভিক্টরের সঙ্গে বিজেপির পুরনো সম্পর্ক। ১৯৯১-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন ভিক্টর। তিনিই ছিলেন রাজ্যে বিজেপির প্রথম তারকা প্রার্থী। দীর্ঘ সময় সংঘ পরিবারের সংগঠন 'সংস্কার ভারতী'র রাজ্য সভাপতিও ছিলেন তিনি। মাঝে অবশ্য দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। গত বছরই অভিনেতা পদ্ম সম্মান পেয়েছেন। এদিন ভিক্টরের সঙ্গে দেখা করার আগে তাঁর সঙ্গে সঙ্ঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠতার কথা জানিয়ে বিশেষ বার্তা দেন ভাগবত, তাতে ভাগবত লেখেন, "আরএসএস-এর হয়ে ভিক্টর অভিনেতা ওডিশায় ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় মৃতদেহ সরানোর কাজ করেছেন। উত্তরাখণ্ডে ভূমিকম্প এলাকায় গিয়ে যোগ দিয়েছেন উদ্ধারকার্যে"।
আরএসএস এবং ভাগবতের প্রশংসা করে বার্তা দেন ভিক্টরও। তাঁর কথায়, "এই দেশের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এই জন্যই ভারত সাংস্কৃতিক দিক থেকে এত সমৃদ্ধ এবং গোটা বিশ্বে সমাদৃত"। আরএসএস-এর সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠতার কথাও তুলে ধরেন ভিক্টর। তবে এই সাক্ষাতের নেপথ্যে বিশেষ কোনও কারণ রয়েছে কিনা, তা এখনও পর্যন্ত খোলসা করেননি দুই পক্ষের কেউই। লোকসভা ভোটের আবহে সরসঙ্ঘ চালক মোহন ভাগবতের এই সফর ঘিরে বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও সংঘ সূত্রের খবর, সংঘপ্রধান কোনও রাজ্যে গেলে সেই রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখা করে থাকেন। এটা রুটিন প্রক্রিয়া। বিভিন্ন জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রের সঙ্গে দেখা করাটা সেই রাজ্যে সংঘের আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোনও যোগ নেই।

লন্ডনে চাকরি পেলেন সৌরভ-কন্যা সানা, খুশির খবর জানালেন সৌরভ নিজেই

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর(হি.স.) : এতদিন লন্ডনে ইন্টার্ন হিসাবে কাজ করতেন। এবার স্থায়ী চাকরি পেলেন সৌরভকন্যা সানা।
ইউসিএলে অর্থনীতির স্নাতক সানা। লন্ডনে পড়াশোনার পাশাপাশি একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সংস্থায় ইন্টার্ন হিসাবে কাজ করতেন। এ বার সেখানকারই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সংস্থা 'ইনোভারভি''তে স্থায়ী চাকরি পেয়েছেন সানা।
কয়েকদিন আগে ইউসিএল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লন্ডনে গিয়েছিলেন সৌরভ ও ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। সেখান থেকে ফিরেই আজ মেয়ের চাকরির খবর দিয়েছেন সৌরভ। স্বভাবতই মেয়ের এই সাফল্যে গর্বিত সৌরভ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সংস্থা 'ইনোভারভি' একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, সানার মতো প্রতিভাবানকে পেয়ে তারা খুশি।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ফটিকছড়ায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর ।। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির বিভিন্ন স্তরের সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে দুই নং মোহনপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন মোর্চার নেতৃত্বদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ফটিকছড়া চা বাগানে।
এই আলোচনা সভাতে নমো অ্যাপ ব্যবহার, মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনা এবং মানুষকে শোনানো, পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্প বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
সভাতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুরে বিধায়ক তথা মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ডল সভাপতি ধীরেন্দ্র দেবনাথ, মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন অনিতা দেবনাথ, মোহনপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন রীনা দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

মহিলা, যুবক, কৃষক ও দরিদ্রদের উন্নয়নে ভারত একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে : জেপি নাড্ডা

লখনউ, ৩১ডিসেম্বর(হি.স.) : মহিলা, যুবক, কৃষক ও দরিদ্রদের উন্নয়নে ভারত একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে, রবিবার এই মন্তব্য করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার তিনি উত্তরপ্রদেশের মোহনলালগঞ্জে মহিলাদের হাফ ম্যারাথন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একথা বলেন।
এদিনের এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে মোহনলালগঞ্জের সাংসদ কৌশল কিশোর। অনুষ্ঠানে জেপি নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের চার জাতি- মহিলা, যুবক, কৃষক ও দরিদ্রদের জন্য কাজ করা হচ্ছে। তাদের উন্নয়নে দেশ উন্নত ভারতে পরিণত হবে।
বক্তৃতায় নাড্ডা এদিন রাহুল গান্ধী এবং অখিলেশ যাদব সহ সমগ্র বিরোধীদের আক্রমণ করেন। নাড্ডা বলেন, এটা আমার সৌভাগ্য যে আমি মহিলা ক্ষমতায়নের জন্য এই হাফ ম্যারাথন কর্মসূচির উদ্বোধনে অংশ নিচ্ছি। আজকের তরুণ প্রজন্মের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক সময়। এখন অমৃতকালের সময়। এদিন বিগত ৭৫ বছরে দেশের স্বাধীনতা ও উন্নয়নে যারা অবদান রেখেছেন তাদের স্মরণ করা হয়। তিনি আরও বলেন, একটি উন্নত ভারতের জন্য একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই আজ আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছি।
নাড্ডা জানান, যখন আমরা উন্নত ভারতের কথা বলছি তখন গ্রামের দরিদ্র, মহিলা, কৃষক এবং যুবকদের নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে। সেজন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন চারটি জাত আছে - মহিলা, যুবক, কৃষক ও দরিদ্র। আমরা যদি এদের গুরুত্ব দিই তাহলে উন্নত ভারত গড়তে আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না। মুদ্রা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মতো প্রকল্প ভারতে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে, মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে দুর্দান্ত কাজ করেছেন। এই প্রকল্পগুলি আমাদের দরিদ্র ভাইদের শক্তি জুগিয়েছে।
৮০ কোটি মানুষকে গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এটা মোদীর প্রচেষ্টার ফল যে আজ ১৩.৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে। গত এশিয়ান গেমসে রেকর্ড সংখ্যক পদক জিতেছে ভারত। এখন ভারতে গ্রামের খেলোয়াড়রা বিশ্বজুড়ে আয়োজিত ক্রীড়া ইভেন্টে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে। এখন খেলোয়াড়দের ভালো সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলেও এদিন উল্লেখ করেন নাড্ডা।

তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং

তেজপুর (অসম), ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : তেজপুরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। নির্ধারিত পাঠ্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নকারী ১,৩৫৫ জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা প্রদান করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, জানান তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শম্ভুনাথ সিং।
সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছাড়াও গজরাজ কোরের কর্পস কমান্ডার এবং বেশ কয়েকজন অসামরিক ও সামরিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।
তিনি জানান, ভারতীয় সেনাকর্মীদের চিনা ভাষায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষেবা প্রসারিত করছে। গত এপ্রিল মাসে একটি বেসিক চিনা ভাষার কোর্স অফার করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চতুর্থ কর্পস-এর হেডকোয়ার্টারে সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কোর্সটি একটি মধ্যবর্তী স্তরে শোনা, কথা বলা, পড়া এবং লেখার দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শম্ভুনাথ সিং জানান, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় ডিফেন্স স্টাডিজ বিভাগেরও উদ্বোধনের কথা বিবেচনা করছে। এটি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারত-চিন সীমান্ত এলাকায় ভূ-স্থানিক গবেষণা এবং কৌশলগত ম্যাপিংয়ের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শম্ভুনাথ সিং আরও বলেন, এর মাধ্যমে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র মজবুত করার পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং অ্যাকাডেমির মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এই উদ্যোগ চিনের যে কোনও ভিত্তিহীন দাবিকে অ্যাকাডেমিক্যালি মোকাবিলা করতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করবে।

বিপ্লবীদের মন্দিরকে আরও গুছিয়ে তোলার আবেদন সংস্থার এজিএমে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): কেউ যাচ্ছেন রামমন্দিরে। কেউ বা মাতোয়ারা জগন্নাথ মন্দির নিয়ে। আসুন না, আমরা সবাই অন্তর দিয়ে কলকাতায় বিপ্লবীদের এই মন্দিরটাকে আরও গুছিয়ে তুলি। রবিবার বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) আলোচনাপ্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক তপনবিকাশ দত্ত।
তপনবাবু বলেন, প্রশান্ত শূর মহাশয় মেয়র থাকাকালীন ম্যাডক্স স্কোয়ারের নাম চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের স্মরণে চিহ্নিত করেন। এর জন্য অনুষ্ঠানের যে ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার কাটিং আমাদের কাছে আছে। কিন্তু ওই উদ্যানে এখন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কোনও স্মৃতিচিহ্ন নেই। সাধারণ মানুষও জানেন না ওই উদ্যানের সঙ্গে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নামকরণের স্মৃতি।
১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা। ১৯৮৭ সালের ১৮ জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতায় যোধপুর পার্কে তালতলার মাঠের পাশে স্থাপিত হয় সংস্থার দফতর সূর্য্য সেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার পরামর্থ সাধক সংঘের উদ্যোগে গীতা পাঠ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।